ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচক-কেন্দ্রাদি বিষয়ক

নি য় মা ব লী

(শাসনতন্ত্রের ১নং নিয়মাবলী)

Tribal Research and Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

ত্রিপুরারাজ্যের
নির্ব্বাচক-কেন্দ্রাদি বিষয়ক
নিয়মাবলী

(শাসনতন্ত্রের ১নং নিয়মাবলী।)

1941 Act, Act. 25

.....

Published by
Tribal Research and Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

● Published by :
Tribal Research and Cultural Institute

© All Rights Reserved by the Publisher

● Cover Design : Sibendu Sarkar

● First Edition : December, 2004

● Processing & Printing
Parul Prakashani
8/3, Chintamoni Das Lane
Kolkata–700009

● Price : Fourty Only.

ভূমিকা

রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় প্রজাবৃন্দের নির্বাচনের অধিকার লাভের বিষয়টি সাধারণতঃ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভা গঠনের নিমিত্ত নির্বাচনের জন্য প্রজাসমুদয়কে নির্বাচনী অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্বাচক কেন্দ্র সংক্রান্ত নিয়মাবলী অর্থাৎ 'ইলেকটোরেল রুলস' প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৪১ সালে **'ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচক কেন্দ্রাদি বিষয়ক নিয়মাবলী'** শীর্ষক একটি বিধির প্রবর্তন করেছিলেন। এই বিধিটি মূলতঃ মহারাজা কর্তৃক প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের ১নং নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, উক্ত বিধিটি তৎকালে রাজ-প্রসাশন কর্তৃক প্রচারিত হলেও সম্ভবতঃ মহারাজার অকাল প্রয়াণের কারণে রাজ্যব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করার সময় পাওয়া যায়নি।

যাহোক, এই নির্বাচনী নিয়মাবলী বিষয়ক গ্রন্থটি পরিশিষ্ট অধ্যায় ব্যতীত মোট ৭ টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত, যেখানে বিধি সমূহের পরিভাষা ও সংজ্ঞা, নির্বাচক-কেন্দ্র ও নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত বিধি, ভোটাধিকার ও ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করণ, ভোটারের নাম নথিভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আজ থেকে ৬৩ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বর্তমানে দুর্লভ। ত্রিপুরার বিশিষ্ট গবেষক শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের নিজস্ব সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত এই দুর্লভ গ্রন্থটি দপ্তরের লাইব্রেরীয়ান শ্রী অমরেন্দ্র দেববর্মার সম্পাদনায় পুনর্মুদ্রিত হলো। এ প্রসঙ্গে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত

উল্লেখ করছি যে, ত্রিপুরার এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি সংগ্রহ করে তা পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয় আমাদের বিভিন্ন ভাবে উৎসাহদান ও পরামর্শ যুগিয়েছেন। আমি আশা করি গ্রন্থটি ত্রিপুরার অতীত ইতিহাস জানার আগ্রহী পাঠকদের উপকারে আসবে।

আগরতলা,
অক্টোবর, ২০০৪

(স্বাঃ জীৎদাস ত্রিপুরা)
অধিকর্তা, ত্রিপুরা উপজাতি
গবেষণা দপ্তর, আগরতলা

নির্ব্বাচক-কেন্দ্রাদি বিষয়ক নিয়মাবলী।

—— ঃ০ঃ ——

সূচী-পত্র।

পরিচ্ছেদ	বিষয় ও নিয়ম	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ—	অবতরণিকা (মুখবন্ধ ও ১)	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—	পরিভাষা ও সংজ্ঞা (২—৩)	২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—	নির্ব্বাচক-কেন্দ্র ও নির্বাচকমণ্ডলী (৪—৫)	৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—	ভোটাধিকার ও ভোটারের তালিকা (৬—৮)	১৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—	ভোটারের নাম রেজিষ্ট্রীর প্রাথমিক অনুষ্ঠান (৯—১৪)	২৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—	ভোটারের তালিকা প্রস্তুত (১৫—৪২)	২৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ—	বিবিধ (৪৩—৪৯)	৩৮

———

পরিশিষ্ট

—— ঃ ০ ঃ ——

তপসিল	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম তপসিল—	বিজ্ঞপ্তি ও আবেদনের ফরম	৪১
দ্বিতীয় তপসিল—	রেজিষ্ট্রী, তালিকা ও নোটিশের ফরম	৫২

ত্রিপুরারাজ্যের
নির্ব্বাচক-কেন্দ্রাদি বিষয়ক
নিয়মাবলী

(ELECTORAL RULES)

শাসনতন্ত্রের ১ নং নিয়মাবলী।

(১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনের ২৫ ধারা) 1941

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতরণিকা

যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনাদি কার্য্য পরিচালনার্থ রাজ্যের নির্ব্বাচক-কেন্দ্র ও নির্বাচকমণ্ডলী, ভোটাধিকার, ভোটারগণের যোগ্যতা, অযোগ্যতা ভোটারের নাম রেজেষ্ট্রি ও তালিকা প্রচার প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয়ে নিয়ম প্রণয়ন করা আবশ্যক, অতএব ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন ২৫(১) ধারার (ক), (খ), (ঘ), (ছ) এবং (ঞ) প্রকরণানুসারে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন ও প্রচার করা গেল ঃ—

১। এই নিয়মাবলী ত্রিপুরারাজ্যের নির্ব্বাচক-কেন্দ্রাদি সংক্রান্ত নিয়মাবলী (ELECTORAL RULES) বা শাসনতন্ত্রের ১নং নিয়মাবলী নামে, স্টেট্ গেজেটে প্রচারের তারিখ হইতে দ্বিরাদেশতরে, রাজ্যের যে এলাকায় শাসনতন্ত্র প্রচলিত আছে বা হয়, তথায় প্রবল হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিভাষা ও সংজ্ঞা।

২। প্রয়োগ ও ভাষার পূর্ব্বাপর সঙ্গতি বিবেচনায় এই নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত শব্দ ও বাক্যাদি তৎপার্শ্বলিখিত অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইবে, যথা ঃ—

(ক) **"শ্রীশ্রীযুত"**—ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর ;

(খ) "শাসনতন্ত্র"—ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র বা ত্রিপুরা-গভর্ণমেণ্ট আইন, অর্থাৎ ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন ;

(গ) "ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট"—শাসনতন্ত্রের বিধানুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন কার্য্যে নিরত শ্রীশ্রীযুত ; (শাসনতন্ত্র ৩ ধারা) ;

টীকা—(১) নির্দিষ্ট ক্ষমতায় শ্রীশ্রীযুতের পক্ষে এবং শ্রীশ্রীযুতের তত্ত্বাবধানাধীনে শাসনক্ষমতা পরিচালনে নিযুক্ত মন্ত্রী পরিষদ নিজকার্য্য সম্পর্কে "ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট" সংজ্ঞান্তর্গত গণ্য হইবেন ;

(২) শ্রীশ্রীযুত স্বয়ং মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতায় অতিরিক্ত বা বর্হিভূত যে সমুদয় শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বা মন্ত্রী পরিষদের কিম্বা অন্য উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের প্রস্তাবানুসারে, আদেশ প্রদান করেন তাহাও ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) "মন্ত্রী পরিষদ"—শ্রীশ্রীযুত কর্তৃক নির্দিষ্ট ক্ষমতায় শ্রীশ্রীযুতের পক্ষে রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনার্থ নিযুক্ত মন্ত্রীসভা ;

(ঙ) "মন্ত্রী"—শাসন-সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ;

(চ) "রাষ্ট্রিক অধিকার" (Franchise)—শাসনকতন্ত্রানুযায়ী ত্রিপুরারাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনাদি বিষয়ে রাজ্যের প্রজা বা অধিবাসীর অধিকার।

(ছ) "ব্যবস্থাপক সভা"—শাসনতন্ত্রাধীনে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন প্রণয়নার্থ গঠিত সভা ;

(জ) **"নির্ব্বাচক-কেন্দ্র"** (Constituency)—শাসনতন্ত্র-সম্মত কোন নীতি অনুসারে বিভক্ত ও নির্দিষ্ট, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে অধিকার প্রাপ্ত প্রত্যেক মুখ্য পর্যায়ের ভোটাধিকারিগণের সমষ্টি, বা বসত এলাকা ;

(ঝ) "নির্ব্বাচক-মণ্ডলী" (Electorate)—শাসনতন্ত্র-নির্দিষ্ট কোন শ্রেণী বা এলাকার ভোটাধিকারীগণের এক অংশের (Unit) বা মোট সমষ্টি ;

(ঞ) "নির্ব্বাচিত সদস্য"—শাসনতন্ত্রের বিধানানুসারে নির্ব্বাচক-কেন্দ্র ও নির্ব্বাচক-মণ্ডলীসমূহের ভোটারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ;

(ট) "মনোনীত সদস্য"—শাসনতন্ত্রের বিধানানুসারে শ্রীশ্রীযুত কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যবস্থাপক সভার সরকারী বা বেসরকারী সদস্য, এবং আইনানুসারে পদাধিকারে সদস্যগণ্য কোন ব্যক্তি, বা আইনানুসারে নিযুক্ত কোন অতিরিক্ত সদস্য ;

(ঠ) "ভোটাধিকারী", "ভোটার" (Elector, Voter) —শাসনতন্ত্রানুসারে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে অধিকার-প্রাপ্ত ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা বা অধিবাসী ;

টীকা—(১) ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা বা অধিবাসী না হইলে কেহ ভোটাধিকারী হইতে পারিবে না, কিন্তু রাজ্যের প্রজা এবং অধিবাসী সংজ্ঞা ও ভোটাধিকারের যোগ্যতা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের বিশেষ নির্দ্দেশসাপেক্ষ, সুতরাং এরূপ স্থলে উক্ত নিদ্দেশাধীনে ভোটধিকার নির্ণীত হইবে ;

উদাহরণ—(ক) শাসনতন্ত্রের ২২ (১) (ক) উপধারা অনুসারে তালুকদার শ্রেণীর ভোটধিকার আছে, কিন্তু এরূপ ভোটাধিকারের যোগ্যতা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের "স্বীকৃতির" উপর নির্ভর করে, এবং উক্ত গভর্ণমেণ্ট শাসনতন্ত্রের ২২ (২) উপধারা অনুসারে স্বীকৃতির সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিতে পারেন, সুতরাং এরূপস্থলে ভোটাধিকার উল্লিখিত সর্ত্তাধীন হইবে ;

(খ) উক্ত ২২ (১) উপধারা অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা না হইলেও "স্থায়ী" (bonafide) অধিবাসী গ্রাজুয়েটগণ ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু স্থায়ী অধিবাসীর ব্যাখ্যা ২৪(২) উপধারানুসারে শ্রীশ্রীযুতের অনুমোদনে মন্ত্রী পরিষদ, অথবা ৬৫ ধারা অনুসারে শ্রীশ্রীযুত স্বয়ং করিতে পারেন ; সুতরাং এরূপস্থলে ভোটাধিকার উক্ত ব্যাখ্যার নির্দ্দেশাধীন হইবে।

(ড) "ভোটারের তালিকা" (Electoral Roll)—প্রত্যেক নির্ব্বাচক-কেন্দ্র বা নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র-নির্দিষ্ট যোগ্যতাবিশিষ্ট ভোটারগণের তালিকা ;

টীকা—(১) এরূপ তালিকার প্রথম মুসাবিদা "ভোটারের খসড়া-তালিকা" (Draft Electoral Roll) এবং তৎসংক্রান্ত আপত্তি ইত্যাদি মীমাংসার পর উহা সংশোধিত হইলে "ভোটারের চূড়ান্ত তালিকা" (Final Electoral Roll) বলিয়া অভিহিত হইবে ;

(২) কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে কোন নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের যে সমুদয়

ভোটারগণ এই নিয়মাবলীর বিধানাধীনে প্রত্যক্ষভাবে ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোটদান করিবেন তাঁহাদিগের তালিকাই এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে "ভোটারের তালিকা" বলিয়া গণ্য হইবে ;

উদাহরণ—"মণ্ডলী" বা "গ্রাম্যমণ্ডলী" শাসনতন্ত্রানুসারে একটি নির্ব্বাচক কেন্দ্র, এবং ১৩৫০ ত্রিং ১ আইনে তৃতীয় পরিচ্ছেদে মণ্ডলীর প্রাথমিক ভোটারের যোগ্যতাদি বিবৃত হইয়াছে ; এই প্রাথমিক ভোটারগণ আইনানুসারে সরদার নির্ব্বাচন করেন এবং সরদারগণ প্রধান নির্ব্বাচন করেন ;

এই নিয়মাবলীর ব্যবস্থাধীনে মণ্ডলী সমূহের প্রতিনিধিস্বরূপে প্রধানগণই সাক্ষাৎসম্বন্ধে একদা ভোট প্রদান দ্বারা মণ্ডলী হইতে প্রেরণযোগ্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন ; সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে মণ্ডলীর প্রধানগণের তালিকাই "ভোটারের তালিকা" বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঢ) **"রেজিষ্ট্রার"**—শাসনতন্ত্র-নির্দিষ্ট নির্ব্বাচক-কেন্দ্র ও নির্ব্বাচক-মণ্ডলী সমূহে এবং তদন্তর্গত ভোটারগণের তালিকা প্রস্তুত কার্য্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী-নিযুক্ত প্রধান কার্য্যকারক, বা উক্ত রেজিষ্ট্রারের সাক্ষাৎ আদেশ-উপদেশাধীন অতিরিক্ত-রেজিষ্ট্রার আখ্যাত প্রত্যেক সহকারী কার্য্যকারক ;

টীকা—(১) সদরে সদর কালেক্টর, এবং অন্য বিভাগে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক, প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটি বা "বিজ্ঞাপিত সহর এলাকার" (Notified area) সভাপতি (President বা Chairman), বা সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে নিযুক্ত সহকারী সভাপতি (Vice-President বা Vice-Chairman), নিজ নিজ পদাধিকারে এই প্রকরণানুসারে উক্ত প্রধান কার্য্যকারকের সহকারী স্বরূপে তদীয় আদেশ-উপদেশাধীনে নিজ নিজ এলাকায় রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন, এবং অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার অভিহিত হইবেন ;

(২) মন্ত্রী সঙ্গত মনে করিলে প্রযোজনানুসারে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে কোন এলাকার অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার, বা রেজিষ্ট্রারগণের সহায়তাকল্পে এসিস্ট্যাণ্ট-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিতে পারিবেন ; এরূপ এসিস্ট্যাণ্ট-রেজিষ্ট্রার সাধারণতঃ সংসৃষ্ট এলাকার রেজিষ্ট্রারের আদেশ উপদেশাধীনে তদাদিষ্ট ক্ষমতায় কার্য্য করিবেন।

(ণ) **"ভোটারের নাম রেজিষ্ট্রী"**—রেজিষ্ট্রার (বা এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার) কর্তৃক যোগ্যতাদি পরীক্ষার পর কোন ভোটারের নাম ধাম ও বিবরণাদি রেজিষ্ট্রারের মন্তব্যযুক্তে তালিকাভুক্ত গণ্য হইলে ভোটারের নাম রেজিষ্ট্রী সম্পন্ন হইবে ; কার্য্যের সুবিধার্থে এরূপ মন্তব্যের পরিবর্ত্তে, মন্ত্রীকর্তৃক নির্দিষ্ট

কোন স্ট্যাম্প, চিহ্ন বা রেজিষ্ট্রারের সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর মাত্র ব্যবহৃত হইতে পারিবে, এবং তদ্বারা এই প্রকরণের উদ্দেশ্যে সাধিত হইবে ;

(ত) **"ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা"**—ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা, বা অর্জ্জিত অধিকারী প্রজার সংজ্ঞা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত নির্দ্দেশ সাপেক্ষ ; কিন্তু এই নিয়মাবলীর প্রয়োজনে, এরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশের অভাবে এবং তৎসাপেক্ষে, নিম্নলিখিত স্থলে সংসৃষ্ট ব্যক্তি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা, বা অর্জ্জিত অধিকার প্রাপ্ত প্রজা, বলিয়া অনুমান (presumption) করা যাইবে, যথা ঃ—

১। **প্রজা** (State subject)—যেস্থলে সংসৃষ্ট ব্যক্তি দৃশ্যতঃ ভিন্ন রাজ্যের প্রজা নহে এবং শ্রীশ্রীযুতের আনুগত্য স্বীকার করতঃ পুরুষানুক্রমে এরাজ্যে বাস করিতেছেন ;

২। **অর্জ্জিত অধিকারী** (domiciled) প্রজা—যেস্থলে সংসৃষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন রাজ্যের প্রজা হইয়াও দৃশ্যতঃ ত্রিপুরেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করতঃ পুরুষানুক্রমে স্থায়ীরূপে এ রাজ্যে বসবাসের উদ্দেশ্যে বাসগৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক, বা পূর্ব্ব পুরুষের নির্ম্মিত বাসগৃহে, অন্ততঃ একাদিক্রমে স্বয়ং বা পুরুষ পরম্পরায় ৭ বৎসরকাল এরাজ্যে বাস করিয়া আসিতেছেন ;

(খ) **"ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী"**—এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বা দীর্ঘকালের জন্য বাস করিবার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ একাদিক্রমে এক বৎসর বাস করিলেই কোন ব্যক্তি রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবে ; কিন্তু ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট সঙ্গত মনে করিলে কোন ব্যক্তিকে এ রাজ্যের সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে আফিস গৃহাদি রক্ষা, ও মধ্যে মধ্যে সঙ্গতকাল এ রাজ্যে বাস বা কোন প্রকার জীবিকার্জ্জনের উপায়ে নিযুক্ত থাকিয়া এ রাজ্যে সঙ্গতকাল বাস করিলেও অধিবাসীর অধিকার দিতে পারিবেন। এরূপ আধিবাসী মুখ্যতঃ এ রাজ্যে বাস করিবার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ তিন বৎসর কাল এ রাজ্যে বাস করিলে রাজ্যের **স্থায়ী অধিবাসী** বলিয়া অনুমতি (presumed) হইবে ;

টীকা—উপরোক্ত (ত) ও (থ) প্রকরণোক্ত উদ্দেশ্যাদি আচরণ দ্বারা অনুমিত হইবে।

(দ) **"মীমাংসা"**—ভোট রেজিষ্ট্রী বা ভোটারের তালিকা প্রস্তুত সংশ্রবে কোন দাবী বা আপত্তি উপস্থিত হইলে, এই নিয়মাবলীর ব্যবস্থাধীনে বাজে মোকদ্দমার ন্যায় তাহার সরাসরি বিচার ও নিষ্পত্তি ;

টীকা—(১) মন্ত্রী সঙ্গত মনে করিলে এরূপ মীমাংসাকার্য্যে বিশেষ কার্য্যকারক নিয়োগ করিতে পারিবেন ;

(২) মন্ত্রীর অন্য আদেশের অভাবে রেজিষ্ট্রার বা অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণ স্বীয় বিবেচনানুসারে নিজ নিজ এলাকার মীমাংসাকার্য্যে নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন ও এরূপস্থলে (ধ) সংজ্ঞান্তর্গত গণ্য হইবেন।

(ধ) **"মীমাংসক"** (Revising officer)–মীমাংসাকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত প্রত্যেক কার্য্যকারক ;

টীকা—এরূপ কার্য্যকারকগণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল হইবেনা এবং তাঁহাদিগের মীমাংসা অনুযায়ী ভোটারের তালিকা সংশোধিত হইবে ; কিন্তু মন্ত্রী সঙ্গত কারণে তাঁহদিগের নিষ্পত্তি পরীক্ষা করতঃ লিখিত আদেশ দ্বারা সংশোধন বা রহিত করিতে পারিবেন।

(ন) **"গেজেট"**—ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী গেজেট, অর্থাৎ ষ্টেট্ গেজেট;

(প) **"প্রচার"**—বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিম্নোক্ত কোন উপায়ে, অথবা কোন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারকের বা মন্ত্রীর সুবিবেচনানুযায়ী অন্য উপায়ে, সংসৃষ্ট বিষয় সাধারণ্যে প্রকাশ, যথা—

১। ষ্টেট্ গেজেটে প্রচার ; (ইহাই মুখ্য প্রচার বলিয়া গণ্য হইবে) ;

২। কোন সংসৃষ্ট এলাকার প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার ;

৩। কার্য্যকারকগণের স্ব স্ব আফিসের নোটিশ বোর্ডে বা মন্ত্রীর আদিষ্ট অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার ; (স্থল বিশেষে, মাত্র এরূপ প্রচারই যথেষ্ট হইবে) ;

৪। ঢোলসহরত দ্বারা প্রচার ;

(সাধারণতঃ ঢোলসহরত প্রচার সাধারণের সুবিধার্থ আদিষ্ট হইবে কিন্তু পশ্চাদুল্লিখিত কোন বিশেষস্থল ব্যতীত ইহার অভাবে প্রচার কার্য্য দুষ্ট হইবে না) ;

(৫) কোন প্রকার প্রচার যথেষ্ট কি না তৎসম্পর্কে সন্দেহ বা তর্ক উপস্থিত হইলে মন্ত্রীর তৎসম্বন্ধীয় আদেশ চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

(ফ) **"স্বীকৃতি"**—শাসনতন্ত্রের কোন বিধানে যেস্থলে কোন নির্ব্বাচক-কেন্দ্র, নির্ব্বাচক-মণ্ডলী বা ব্যক্তির কোন রাষ্ট্রিক অধিকার পরিচালন ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশিত কোন বিশেষ সর্ত্তপালন-মূলে, বা সাধারণভাবে, উক্ত

গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষ, তথায় স্পষ্টতঃ বা কার্য্যতঃ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্টের এরূপ অনুমতি ;

টীকা ঃ (১) ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজনস্থলে শাসনতন্ত্রের বিধানানুসারে এরূপ স্বীকৃতির সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিতে পারেন এবং তাহা প্রতিপালিত হইলেই উক্ত গভর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমতি (presumed) হইবে ;

উদাহরণ—শাসনতন্ত্রের ২২(১) (ক) ধারানুসারে কোন তালুকের স্বত্বাধিকারী সংসৃষ্ট কেন্দ্রের ভোটাধিকারী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অধিকার পরিচালন নামজারি সাপেক্ষ ; উল্লিখিত অবস্থায় নামজারি ব্যতীত কোন তালুকের দখলকার ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইবেন না ; পক্ষান্তরে নামজারি হইলেই ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতি অনুমিত হইবে ;

(২) কার্য্য সৌকার্য্যার্থে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট শাসনতন্ত্রের বিধানানুসারে স্বীকৃতির সর্ত্তস্বরূপে তালুকদার কেন্দ্রের ভোটাধিকার তালুকের নির্দ্দিষ্ট জমার বা জমির পরিমাণ উল্লেখে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, এই নিয়মাবলীর তৎবিষয়ক নির্দ্দেশাধীনে উক্ত অধিকার পরিচালিত হইবে ;

(৩) এরূপ বিশেষ নির্দ্দেশে অতঃপর প্রত্যেক কেন্দ্র সম্পর্কে যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

(ব) **"মিছিব"**—কোন পার্ব্বত্য জাতি বা ত্রিপুরা রাজ্যের আদি-অধিবাসী (অ-বাঙ্গালী) অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীযুতের অনুমোদনে রাজ দরবারে নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ নিয়োজিত প্রতিনিধি ;

টীকা ঃ এরূপ মিছিবগণের নাম সময় গেজেটে প্রচারিত হইবে।

(ভ) **"ম্যাদ"**—যে স্থলে কোন বিজ্ঞাপন, আদেশাদি বা কার্য্যকালের ম্যাদ নিরূপণ আবশ্যক, সময় গণনাকল্পে উক্ত ম্যাদের প্রথমভাগে বা শেষভাগে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের প্রচারিত নিয়মিত বন্ধ থাকিলে তাহা বাদ দেওয়া হইবে, এবং সর্ব্বস্থলেই সংসৃষ্ট আদেশের তারিখ বাদ পড়িবে ;

৩। শাসনতন্ত্র বা অন্য প্রচলিত আইনাদির বিধানাধীনে, এই নিয়মাবলীতে স্পষ্ট ব্যাখ্যাত শব্দটির অতিরিক্ত এতদ্ব্যবহৃত অন্য যাবতীয় শব্দ, বাক্যাংশ, ও বাক্যাদি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত সাধারণ বা ব্যবহারিক অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

——oo——

নির্ব্বাচক-কেন্দ্র ও নির্ব্বাচক-মণ্ডলী

৪। শাসনতন্ত্রের ২২ (১) (ক) ধারার বিধানাধীনে দ্বিরাদেশতরে নিম্নের তালিকাভুক্ত নির্ব্বাচক-কেন্দ্র সমূহ, প্রত্যেকের পাশ্বলিখিত সর্ত্তাধীনে, ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে তালিকা-বিবৃত রাষ্টাধিকার পরিচালন করিতে পারিবে ঃ

নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের তালিকা

কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর	নির্ব্বাচক কেন্দ্রের নাম	অধিকার পরিচালনের সর্ত্তাদি	অধিকার (অর্থাৎ নির্ব্বাচনযোগ্য সদস্য সংখ্যা)
১	তালুকদার, জায়গীরদার, বা নিষ্করদার	এই নিয়মাবলী বিধৃত ও ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতির অন্য সর্ত্তাধীনে	৩
২	মণ্ডলী বাগ্রাম্যমণ্ডলী	১৩৫০ ত্রিং ১ আইনের বিধান ও এই নিয়মাবলীর নির্দ্দেশাধীনে	১২
৩	মিউনিসিপ্যালিটি বা বিজ্ঞাপিত সহর এলাকা	১৩৪৯ ত্রিং ২ আইন ও প্রচলিত অন্য বিধির এবং এই নিয়মাবলীর নির্দ্দেশাধীনে	৩
৪	চা-উৎপাদক সম্প্রদায়	এই নিয়মাবলীতে বিবৃত ও ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতির অন্য সর্ত্তাধীনে	২
৫	ব্যবসায়ী সম্প্রদায়	ঐ	৩
৬	ব্যবহারজীবিগণ ও রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী গ্র্যাজুয়েট ও রাজ্যের প্রজা আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট	ঐ	২
৭	অনুন্নত সম্প্রদায়	এই নিয়মাবলী বিবৃত ও ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের অন্য নির্দ্দেশাধীনে	৩
৮	ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জাতি বা সম্প্রদায়	এই নিয়মাবলী বিবৃত ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থা এবং শ্রীশ্রীযুতের বিশেষ নির্দ্দেশাধীনে	১

৫। এই নিয়মাবলী-বিবৃত সাধারণ বিধি নিষেধ এবং নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যাখ্যা ও নির্দ্দেশাদির অধীনে, উপরোক্ত তালিকাভুক্ত প্রত্যেক নির্ব্বাচক-কেন্দ্র ও তদন্তর্গত ব্যাক্তিগণ ভোটাধিকার পরিচালনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১। তালুকদার, জায়গীরদার, নিষ্করদার।

(ক) **"তালুকদার"**—নিম্নোক্ত (১) হইতে (১০) প্রকরণের নির্দ্দেশাধীনে, সরকার হইতে তথাকথিত কায়েমী বা তস্‌খিচি "তালুক" বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ব্যক্তি স্বয়ং, বা নামজারি সূত্রে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃত তৎস্থলবর্ত্তী ব্যক্তি, যথা ঃ

(১) এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সাধারণ ও বিশেষ খারিজা তালুক সতন্ত্র তালুক বলিয়া গণ্য হইবে ;

(২) নামজারি না হইলে কোন তালুকের দখলকার তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন না ;

(৩) কোন তালুকে তালুকদারের নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে চা উৎপন্ন হইলে তালুকদার চা-উৎপাদক কেন্দ্রভুক্ত গণ্য হইবেন। কিন্তু এরূপ তালুকদার নিজ রুচি ও অভিপ্রায়ানুসারে তালুকদার স্বরূপে, অথবা চা-উৎপাদক স্বরূপে, স্বীয় ভোটাধিকার পরিচালন করিতে পারেন ;

(৪) কোন তালুকের স্বত্বাধিকারী এবং তালুকের এলাকায় চা-উৎপাদক ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইলে, মন্ত্রীর অনুমোদনে তালুকের সত্বাধিকারী তালুকদার স্বরূপে, এবং চা-উৎপাদক ব্যক্তি চা-উৎপাদকস্বরূপে, ভোটাধিকার পরিচালন করিতে পারিবেন, কিন্তু কোন স্থলে কোন দর-তালুকের অধিকারী তালকুদারস্বরূপে ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইবেন না ;

(৫) দ্বিরাদেশতরে কার্য্য সৌকার্য্যার্থে প্রত্যেক তালুকের দেয় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ২৫ টাকার ন্যূন হইলে, অথবা তালুকভুক্ত ভূমির পরিমাণ ২ দ্রোণের ন্যূন হইলে, কোন তালুকের অধিকারী ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তালুকদার স্বরূপে ভোটাধিকার পরিচালনের যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবেন না;

৬। এক ব্যক্তি রাজ্যান্তর্গত বিভিন্ন তালুকের অধিকারী হইলে, তাঁহার মোট দেয় বার্ষিক রাজস্ব ২৫ বা তদূর্দ্ধ, বা তাঁহার দখলাধীন মোট তালুকি ভূমির পরিমাণ ২০ দ্রোণ বা তদূর্দ্ধ হইলেই তাঁহার ভোটাধিকার স্বীকৃত হইবে ;

৭। এক ব্যক্তির স্বত্বাধিকারে এরূপ একাধিক তালুক থাকিলে এবং তাহার

কোন তালুকে চা-উৎপাদিত হইলে, তিনি যদি স্বয়ং চা-উৎপাদক হন তবে তাঁহার নিজ রুচি ও অভিপ্রায়ানুসারে চা-কৃষি সম্পর্কিত তালুকের জন্য তালকুদার কেন্দ্র বা চা-উৎপাদক কেন্দ্র-ভুক্ত গণ্য হইতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ অধিকার পরিচালন উভয় কেন্দ্রের ভোটাধিকারের যোগ্যতা বিষয়ক অন্য ব্যবস্থাদি এবং একজনের একাধিক ভোটাধিকার পরিচালন সম্পর্কিত এই নিয়মাবলীর বিশেষ ব্যবস্থাধীন হইবে।

৮। কোন তালুকদার এরাজ্যের নিয়মিত অধিবাসী না হইলেও যদি এরাজ্যে তাঁহার সম্পত্তি রক্ষার্থ আফিস গৃহ থাকে এবং তথায় তাঁহার কার্য্যকারক নিয়মিতরূপে বাস করে, এবং তিনি বৎসরের মধ্যে মন্ত্রীর বিবেচনানুযায়ী উপযুক্তকাল এরাজ্যে বাস করেন, তবে ভোটাধিকার পরিচালনকল্পে তাঁহাকে রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া গণ্য করা যাইবে ;

(৯) যদি কোন এজমালি তালুকের ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃত একাধিক স্বত্ব-দখলাধিকারী থাকে, তবে উক্ত অধিকারিগণ অধিকাংশের মতে তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে ভোটধিকার পরিচালনার জন্য নির্ব্বাচন করিবেন ; মতানৈক্য ঘটিলে মতের সমতাস্থলে রেজিষ্ট্রারের মীমাংসাদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(১০) এরাজ্যের জমিদারী ও তালুক বন্দোবস্তে ভূমির পরিমাণ ব্যতীত স্বত্বগত বা অন্য কোন প্রকার পার্থক্য নাই, সুতরাং "জমিদার শব্দ" "তালকুদার" সংজ্ঞান্তর্গত গণ্য হইবে।

(খ) **"জায়গীরদার"**—নিম্নোক্ত ১ হইতে ৪ প্রকরণাধীনে, কোন কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বা অন্য বিশেষ কারণে, নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সর্ত্তে, শ্রীশ্রীযুত হইতে জায়গীর (বা অন্য নামের) বন্দোবস্ত-প্রাপ্ত ভূমির অধিকারী বা তদীয় ওয়ারিস দখলকার ; যথা—

(১) জায়গীরদারের ওয়ারিস ব্যতীত হস্তান্তর বা অন্যপ্রকারে জায়গীরের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি তালুকদার কেন্দ্র ভুক্ত ভোটধিকারী বলিয়া গণ্য হইবেন না ;

(২) ভোটাধিকার নির্ণয়কল্পে জায়গীরের ভূমি বা করাদির পরিমাণ বিবেচনাযোগ্য হইবে না ; অর্থাৎ ভূমি বা তজ্জন্য দেয় করাদি যাহাই হউক, প্রত্যেক জায়গীরদার বা তাঁহার স্থলবর্ত্তী স্বীকৃত ওয়ারিস ভোটধিকার প্রাপ্ত হইবেন ;

(৩) নামজারি না হইলে জায়গীরের কোন ওয়ারিস ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইবেন না ;

(৪) অন্যান্য বিষয়ে উপরোক্ত তালুকদার পর্য্যায়ের নির্দ্দেশাদি জায়গীর সম্বন্ধে যথাসম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

(গ) **"নিষ্করদার"**—নিম্নোক্ত ১ প্রকরণাধীনে "নিষ্কর" "দেবোত্তর", "ব্রহ্মোত্তর" ইত্যাদি যে কোন নামীয় বিনা রাজস্বে শ্রীশ্রীযুত হইতে প্রাপ্ত ভূমির স্বত্ব দখলকার ;

(১) তালুকদার সম্পর্কিত উপরোক্ত যাবতীয় নির্দ্দেশ নিষ্করদার সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে, কিন্তু ভূমির পরিমাণ ১০ দ্রোণ বা তদূর্দ্ধ হইলেই নিষ্করদারের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইবে।

২। মণ্ডলী বা গ্রাম্য মণ্ডলী।

"মণ্ডলী"—নিম্নোক্ত (১) হইতে (৩) প্রকরণের বিশেষ নির্দ্দেশাধীনে, গ্রাম্যমণ্ডলী আইন, অর্থাৎ ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের ১ আইনানুসারে স্থাপিত উক্ত আইনের ৩ (ঘ) ধারার সংজ্ঞান্তর্গত গ্রাম্যমণ্ডলী, যথা ঃ

(১) প্রত্যেক মণ্ডলী এলাকার মণ্ডলী আইনের বিধান সম্মত যোগ্যতাবিশিষ্ট প্রাথমিক ভোটারগণ শাসনতন্ত্রানুসারে রাজ্যের রাষ্ট্রাধিকারপ্রাপ্ত অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন ;

(২) প্রত্যেক্ষ মণ্ডলীর অন্তর্গত মহল্লাসমূহ নিজ নিজ সরদার নির্ব্বাচন, ও সমগ্র মণ্ডলীর সরদারগণ মণ্ডলীর প্রধান নির্ব্বাচন করিবেন ;

(৩) রাজ্যস্থ যাবতীয় মণ্ডলীর প্রধানগণ এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে শাসন-তন্ত্রবিহিত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভোটার বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩। মিউনিসিপ্যালিটী ও বিজ্ঞাপিত সহর এলাকা।

(ক) **"মিউনিসিপ্যালিটী"**—নিম্নলিখিত (১) ও (২) প্রকরণের নির্দ্দেশাধীনে, রাজ্যের প্রচলিত মিউনিসিপ্যাল আইন, অর্থাৎ ১৩৪৯ ত্রিং ২ আইনের বিধানাধীন সহর এলাকা, অথবা স্থলবিশেষে তদন্তর্গত উক্ত আইনসম্মত ভোটারগণ, যথা—

(১) মিউনিসিপ্যাল আইনসম্মত মিউনিসিপ্যাল এলাকার ভোটারগণ এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রানুযায়ী রাষ্ট্রিক অধিকারপ্রাপ্ত রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন ;

(২) এই নিয়মাবলী-ব্যবস্থিত সাধারণ বিধি-নিষেধ এবং যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিবেচনায় শাসনতন্ত্রসম্মত ভোটধিকারের যোগ্য হইলে মিউনিসিপ্যাল-আইননির্দিষ্ট ভোটারগণ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে ভোটার বলিয়া গণ্য হইবেন।

(খ) **"বিজ্ঞাপিত সহর এলাকা"**—নিম্নোক্ত (১) ও (২) প্রকরণের নির্দ্দেশাধীনে, যে সহর এলাকা মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্ত্তন সাপেক্ষে প্রচলিত কোন বিধির অধীনে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "সহর এলাকা" বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, অথবা স্থলবিশেষে এরূপ এলাকার উক্ত বিধি অনুযায়ী যোগ্যতাবিশিষ্ট ভোটারগণ, যথা—

(১) উপরোক্ত মিউনিসিপ্যালিটী সংক্রান্ত (ক) (১) (২) প্রকরণের নির্দ্দেশাদি যথাসম্ভব বিজ্ঞাপিত সহর এলাকা এবং তদন্তর্গত ভোটারগণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে ;

(২) মন্ত্রী কার্য্য সৌকার্য্যার্থে এরূপ সহর এলাকার ভোটাধিকার ও তদনুষঙ্গিক বিষয়ে এই নিয়মাবলীর অবিরোধী বিশেষ আদেশাদি প্রচার করিতে পারিবেন ; এরূপ আদেশ এই নিয়মাবলীর নির্দ্দেশের ন্যায় প্রবল গণ্য হইবে।

৪। চা-উৎপাদক সম্প্রদায়।

"চা-উৎপাদক সম্প্রদায়"—নিম্নোক্ত (১) হইতে (৮) প্রকরণের নির্দ্দেশাধীনে, রাজ্যের চা-বাগান সমূহের ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃত অধিকারীগণ, অথবা নামজারিসূত্রে বা অন্যরূপে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃত তদীয় স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ, বা স্থলবিশেষে উক্ত গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃত চা-বাগানের অধিকারীগণের প্রতিনিধিস্থানীয় ডিরেক্টারগণ বা বাগানের ম্যানেজারগণ, যথা ;—

(১) তালুকদার-কেন্দ্র সংসৃষ্ট উপরোক্ত $\frac{ক}{১}$ (৩), (৪), (৭), (৮), ও (৯) প্রকরণের নির্দ্দেশ চা-উৎপাদক কেন্দ্র সম্বন্ধেও যথাসম্ভব প্রযোজ্য হইবে ;

(২) কোন চা-বাগানের ভূমি যদি সরকারের বন্দোবস্তাধীন হয় তবে নামজারি সংক্রান্ত উক্ত $\frac{১}{ক}$ (২) প্রকরণ ও তৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে ;

(৩) চা-বাগানের ভূমি সরকার ব্যতীত অন্য কোন ভূমাধিকারীর

বন্দোবস্তাধীন হইলে, ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃত ব্যতীত উক্ত ভূম্যধিকারী বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি এই কেন্দ্রের ভোটাধিকারের যোগ্য হইবেন না ;

(৪) যদি কোন চা-বাগান কোন্ কোম্পানী বা ডিরেক্টারগণের পরিচালনাধীন থাকে, তবে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট নিজ সুবিবেচনানুসারে উক্ত কোম্পানী বা ডিরেক্টারগণকে অবস্থানুসারে বাগানের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন ;

(৫) কোন কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ সম্পর্কে স্বীকৃতি প্রদান কেম্পানীর গঠন, ডিরেক্টারগণের যোগ্যতা, ও যাবতীয় বিষয়ের আইনসম্মত অবস্থার উপর নির্ভর করিবে ;

টীকা—(ক) কোন কোম্পানী বা ডিরেক্টারগণ ভূমির চা-বাগানের বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা চা-বাগানের অধিকারীরর পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন ;

(খ) এই নিয়মাবলীর প্রয়োজনে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর স্বীকৃতি, বা দ্বিরাদেশতরে মন্ত্রীর স্বীকৃতি, যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে ;

(গ) মন্ত্রী সঙ্গত মনে করিলে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতির চূড়ান্ত আদেশ সাপেক্ষে দ্বিরাদেশতরে চা-বাগানের কোন ম্যানেজার বা ম্যানেজারগণকে অধিকারীর প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করতঃ ভোটাধিকারের যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) যদি কোন কোম্পানী বা ডিরেক্টারগণ বা ম্যানেজারগণ উক্তরূপে এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে চা-বাগানের অধিকারী বা অধিকারী স্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হন, তবে একাধিক ব্যক্তির স্থলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ তন্মধ্যে একজনকে ভোটাধিকার পরিচালনার্থ নির্ব্বাচন করিবেন, মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষের মতের সমতাস্থলে রেজিষ্ট্রার নিজ সুবিবেচনানুসারে একজনকে ভোটার বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন এবং তাঁহার আদেশ চূড়ান্ত হইবে ;

(৭) কোন চা-বাগানের উৎপন্নের অপ্রচুরতা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, এবং পরিচালনের উপযুক্ত বন্দোবস্তের অভাব ইত্যাদি আলোচনায় এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে মন্ত্রী নিজ সুবিবেচনানুসারে উক্ত চা-বাগানের অধিকারী বা অধিকারী স্থানীয় ব্যক্তিগণকে ভোটাধিকারের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ প্রচার করিতে পারিবেন ;

(৮) এই কেন্দ্রের কোন ব্যক্তির ভোটাধিকার সম্পর্কে সন্দেহ বা তর্ক উপস্থিত হইলে মন্ত্রীর তৎসম্বন্ধীয় মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।

৫। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

"ব্যবসায়ী সম্প্রদায়"—নিম্নোক্ত (১) হইতে (৬) প্রকরণের নির্দ্দেশাধীনে, ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃত এরাজ্যে কারবারে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বা ব্যক্তিগণ বা তৎস্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ বা স্বীকৃত কারবারে নির্দ্দিষ্ট পরিচালকগণ, বা প্রতিনিধি স্থানীয় ডিরেক্টারগণ, বা স্থলবিশেষে ম্যানেজারগণ ;

(১) লাভ বা উপস্বত্ব অর্জ্জনের অভিপ্রায়ে মূলধন খাটাইয়া সাধারণের বা ব্যক্তি বিশেষের সহিত কোন প্রকার লেন-দেন বা কোন বস্তু অর্থের আদান-প্রদান করা এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে ব্যবসায় বা কারবার বলিয়া গণ হইবে;

টীকা ঃ—যাবতীয় ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স বা লগ্নী প্রতিষ্ঠান এই সংজ্ঞান্তর্গত গণ্য হইবে।

(২) মূলধন বা বিক্রেয় কিম্বা অন্য প্রকারে কারবারে নিযুক্ত দ্রব্যের মূল্য ন্যূনকল্পে ২০০০্ দুই হাজার টাকা না হইলে, বা কারবারে নিয়োজিত সম্পত্তির পরিমাণ মোটের উপর ৫০০০্ পাঁচ হাজার টাকার ন্যূন হইলে, এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে এই কেন্দ্রে ভোটাধিকার সম্পর্কে কোন কারবার ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে না ;

(৩) এরূপ স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের প্রচারিত বিধি বা আদেশের ব্যবস্থাধীনে প্রত্যেক কারবার ও তদীয় অধিকারীর নাম সরকারে রেজিষ্ট্রী করাইতে হইবে ;

(৪) এরূপ বিধির অভাবে তৎসাপেক্ষে মন্ত্রীর আদিষ্ট ফিস প্রদানে কারবার ও তদধিকারীর নাম রেজিষ্ট্রী করাইতে হইবে ;

বর্জ্জিত বিধি ঃ—যে স্থলে কোন কারবারের অধিকারী প্রচলিত কোন বিধি অনুসারে কারবারের জন্য ট্যাক্স বা কর প্রদান করেন তথায় কারবার স্বতঃই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কারবারের রেজিষ্ট্রীকৃত অধিকারী এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে কারবারের অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তৎস্থলাভিষিক্তের ভোটাধিকার প্রচলিত নিয়মানুসারে বা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের বিশেষ নির্দ্দেশানুসারে উক্ত গভর্ণমেণ্টের

স্বীকৃতির উপর নির্ভর করিবে ; উপরোক্ত (৪) প্রকরণানুসারে মূল অধিকারীর স্থলে তৎস্থলাভিষিক্তের নাম রেজিষ্ট্রী করা হইলে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতির সর্ত্ত প্রতিপালিত গণ্য হইবে ;

(৬) এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ৪নং চা-উৎপাদক কেন্দ্র সম্পর্কিত (৫) প্রকরণের (টীকার (ক) অংশ বাদে) এবং (৬), (৭) ও (৮) প্রকরণের নির্দ্দেশ, এবং তালুকদার কেন্দ্রের (৮) ও (৯) প্রকরণের নির্দ্দেশ ব্যবসায় কেন্দ্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য হইবে।

৬। ব্যবহারজীবী, গ্র্যাজুয়েট, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট।

(ক) "ব্যবহারজীবী"—ভিন্ন রাজ্যের বা এরাজ্যের প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যারিষ্টার, এড্‌ভোকেট বা উকীল আখ্যাত যে সমুদয় আইন ব্যবসায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক প্রদত্ত সনদমূলে অধিকারপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত রাজ্যের আদালতসমূহে মোকদ্দমা পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন বা থাকেন ;

টীকা ঃ—(১) সনদপ্রাপ্ত ব্যবহারজীবিগণ উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনমত কোন এলাকায় নিজ ব্যবসায়ের বা তৎসংসৃষ্ট যাবতীয় বিষয়ের স্বার্থ রক্ষার্থ সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তৎসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানাবাস সাধারণতঃ "বারলাইব্রেরী" বলিয়া আখ্যাত হয় ; এই নিয়মাবলী সংসৃষ্ট অংশ কার্য্যে পরিণতির সহায়তাকল্পে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট সঙ্গত মনে করিলে উক্তরূপে গঠিত এবং কোন প্রতিষ্ঠানের গঠনাদি স্বীকার করতঃ তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন ;

(২) এরূপস্থলে উক্তরূপ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সংসৃষ্ট নির্ব্বাচক কেন্দ্রের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে মন্ত্রীকর্ত্তৃক সহঃ রেজিষ্ট্রার বা এসিষ্ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইতে পারিবেন ;

(৩) সনদপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যবহারজীবীই এই কেন্দ্রের ভোটার বলিয়া গণ্য হইবেন, কিন্তু কোন সনদপ্রাপ্ত ব্যবহারজীবী রাজ্যের অধিবাসী না হইলে, অথবা এ রাজ্যে কোন আদালতের এলাকায় স্থাপিত কোন স্বীকৃত "বারলাইব্রেরীর" নিয়ত সদস্য হইয়া মধ্যে মধ্যে সঙ্গতকাল এ রাজ্যে বাস করতঃ রাজ্যের আদালতে মোকদ্দমাদি পরিচালনে নিযুক্ত না থাকিলে, তাঁহার ভোটাধিকার

জন্মিবে না। উপরোক্ত বিশেষ স্থলে এই নিয়মাবলীর প্রয়োজনে তিনি রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন।

(খ) "গ্র্যাজুয়েট"—কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যাক্তি ;

টীকা ঃ—(১) ভোটাধিকার পরিচালনকল্পে গ্র্যাজুয়েটগণের রাজ্যের "স্থায়ী" (Bonafide) অধিবাসী হওয়া আবশ্যক ;

(২) যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তক উচ্চশিক্ষা বিতরণে নিযুক্ত এবং তজ্জন্য কোন উচ্চ শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সফলতার নিমিত্ত উপাধি (ডিগ্রী) প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সমবায় প্রতিষ্ঠান "বিশ্ববিদ্যালয়" বলিয়া গণ্য হইবে। এই নিয়মাবলির উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় সংজ্ঞান্তর্গত কি না তদ্বিষয়ক চূড়ান্ত মীমাংসা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশাধীন থাকিবে।

(গ) **"আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট"**—যে সমুদয় ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতঃ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষায় (যথা আই, এ ; আই, এস্-সি ইত্যাদি) উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হন নাই ;

টীকা ঃ—ভোটাধিকার পরিচালনকল্পে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটগণের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা (বা অর্জ্জিত অধিকারী প্রজা) হওয়া আবশ্যক।

৭। অনুন্নত সম্প্রদায়।

(ক) "অনুন্নত সম্প্রদায়"—নিম্নোক্ত (১) হইতে (৭) প্রকরণের নির্দ্দেশাধীনে, ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপিত ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন পার্ব্বত্য বা অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ের সামাজিক গঠন ও ব্যবস্থাদি উক্ত জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রধানের আনুগত্যমূলক, এবং যে জাতি বা সম্প্রদায়ের মনোভাব আপাততঃ অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ের সহিত একযোগে রাষ্ট্রাধিকার পরিচালনের প্রতিকূল ;

(১) "অনুন্নত জাতি বা সম্প্রদায়ের"—"অনুন্নত" শব্দ অমর্য্যাদাকর নহে, "আধুনিক গণতন্ত্রসম্মত নহে" ইহা মাত্র এরূপ অর্থবাচক ;

(২) "কোন্ কোন্ জাতি বা সম্প্রদায়" 'অনুন্নত' গণ্য হইবে তৎসম্পর্কে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ চূড়ান্ত হইবে ; এরূপ নির্দ্দেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত কোন জাতি বা সম্প্রদায়, বা তাহার কোন অংশ, নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত এই সংজ্ঞার বহির্ভূত গণ্য হইতে পারিবে ;

(৩) দ্বিরাদেশতরে নিম্নলিখিত জাতি বা সম্প্রদায়সমূহ অনুন্নত বলিয়া গণ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) হালাম ;

(খ) লুসাই, কুকি ;

(গ) রিয়াং ;

(৪) উপরোক্ত জাতি বা সম্প্রদায় সমূহের কোন ব্যক্তি যদি কোন মণ্ডলীভুক্ত হইয়া থাকেন, তবে তিনি উক্ত মণ্ডলীর রাষ্ট্রাধিকারাদি পরিচালন করিতে পারিবেন ; মাত্র যে স্থলে উপরোক্ত জাতি বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া স্বীয় সামাজিক ব্যবস্থানুসারে স্বতন্ত্র বাস করেন তথায়ই তাঁহারা অনুন্নত সংজ্ঞান্তর্গত গণ্য হইবেন ;

(৫) এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে দ্বিরাদেশতরে অনুন্নত সম্প্রদায় সমূহের ব্যক্তিগত ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে না, কিন্তু এই নিয়মাবলী বিবৃত যোগ্যতাবিশিষ্ট উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত যাবতীয় পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি শাসনতন্ত্রসম্মত রাষ্ট্রাধিকার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন ;

(৬) অনুন্নত সম্প্রদায় মধ্যে হালাম ও রিয়াংগণের ভোটারের তালিকাস্থলে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য সম্বলিত বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রত্যেক অঞ্চলে সংসৃষ্ট সম্প্রদায়ের বাসস্থান ও এলাকা ;

(খ) স্থানীয় নেতৃবর্গের প্রত্যেকের নাম ও পদবী, (যথা, রায়, কাঞ্চন বা কাচ্ক ইত্যাদি) ;

(গ) রাজ্যের সমগ্র সম্প্রদায়ের স্বীকৃত নেতা থাকিলে তাঁহার নাম ও পদবী এবং তাঁহার সাক্ষাৎ অধীনস্থ নেতৃবর্গের প্রত্যেকের নাম ও পদবী (যথা, রায়, কাঞ্চন বা কাচক ইত্যাদি) ;

(ঘ) প্রত্যেক স্বতন্ত্র বসতের নেতার নাম ঠিকানা ইত্যাদি সম্বলিত তালিকা ;

(ঙ) প্রত্যেক এলাকার অংশের মিছিরের নাম ও ঠিকানা ;

(৭) লুসাই ও কুকী সম্প্রদায় সমূহের ভোটারের তালিকাস্থলে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য সম্বলিত বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সংসৃষ্ট সম্প্রদায়ের প্রত্যেক অংশের বাসস্থানের এলাকা ;

(খ) প্রত্যেক এলাকার সরদারের নাম, ঠিকানা এবং পদবী, (যথা, রাজা, সরদার ইত্যাদি) ;

(গ) রাজ্যের যাবতীয় সম্প্রদায়ের স্বীকৃত কোন সরদার বা প্রধান থাকিলে তাঁহার নাম ঠিকানা ও পদবী ;

(ঘ) প্রত্যেক স্বতন্ত্র বসতের নেতার নাম ধাম ঠিকানা সম্বলিত তালিকা;

(ঙ) সম্প্রদায়ের কোন অংশের মিছিব নিযুক্ত থাকিলে তাঁহার নাম ও ঠিকানা ;

টীকা ঃ—(১) এই নিয়মাবলীর ব্যবস্থাদি পরিচালনার সহায়তকল্পে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় শারদোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত "হসন ভোজন" ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃত রাজনীতিক অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে, এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের যে অংশ প্রচলিত প্রথা অনুসারে উক্ত "হসন ভোজনে" যোগদান করেন তাঁহাদিগের শাসনতন্ত্রসম্মত রাষ্ট্রাধিকার পরিচালনের ব্যবস্থাদির প্রণালী উক্ত "হসন ভোজনের" সুযোগে স্থির হইতে পারিবে ;

(২) "হসন ভোজন" শব্দে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথা অনুসারে শারদোৎসব একত্র সমবেত নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তন্মামধেয় একত্র ভোজনানুষ্ঠান বুঝাইবে ;

৮। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জাতি বা সম্প্রদায়।

(ক) দ্বিরাদেশতরে স্বনাম প্রসিদ্ধ "ঠাকুর সম্প্রদায়" বা "ঠাকুরলোক" শাসনতন্ত্রোক্ত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইবেন ;

টীকা ঃ—"ঠাকুর সম্প্রদায়" বা "ঠাকুর লোকের" ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীযুতের চূড়ান্ত নির্দ্দেশ সাপেক্ষ, কিন্তু তদভাবে এরূপ নির্দ্দেশ প্রচার সাপেক্ষে এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত স্থলে সংসৃষ্ট ব্যক্তি "ঠাকুর সম্প্রদায়" বলিয়া অনুমান (Presumption) করা যাইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য চলিবে, যথা ঃ—

(১) এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রাধিকার পরিচালনকল্পে রাজপরিবারের যে অংশ শ্রীশ্রীযুতের অনুমোদনে ঠাকুর সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে ইচ্ছা করেন ;

(২) ত্রিপুর ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাঁহারা বিবাহ সম্বন্ধাদিসূত্রে রাজ পরিবারের কুটুম্ব, বা রাজবংশজাত, ও তাঁহাদিগের বংশধরগণ ;

(৩) ত্রিপুর ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাঁহারা স্বনাম প্রসিদ্ধ 'বার-ঘরিয়া' ঠাকুরলোকের বংশোদ্ভব এবং তাঁহাদিগের বংশধরগণ ;

(৪) ত্রিপুর ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাঁহারা রাজ্যের হইতে ঠাকুর হুদ্দা প্রাপ্ত হইয়াছেন বা হন।

দ্রষ্টব্য ঃ— (১) এই কেন্দ্রের ভোটারের তালিকা প্রণয়নকল্পে এই নিয়মাবলীর যোগ্যতাদি সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ প্রতিপালিত হইবে ;

(২) এই কেন্দ্রের ভোটারের তালিকা বিশুদ্ধরূপে প্রণয়নকল্পে মন্ত্রী একজন স্বতন্ত্র অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার এবং তাঁহার অধীনে দুইজন এসিষ্টেণ্ট রেজিষ্ট্রার নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) যদি ভোটারের তালিকা প্রস্তুত কালে কোন একান্নবর্ত্তী পরিবারে একাধিক ভোটাধিকারী থাকা প্রকাশ পায়, তবে উক্ত ভোটাধিকারিগণ একজনকে ভোটার স্বরূপে রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য নির্ব্বাচন করিবেন, এরূপস্থলে মতানৈক্য ও মতের সমতা ঘটিলে রেজিষ্ট্রার নিজ সুবিবেচনানুসারে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনের নাম রেজিষ্ট্রী করিবেন এবং তাঁহার মীমাংসা চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

(৪) যে স্থলে এরূপ যৌথ পরিবারে পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীর ভোটাধিকারী প্রস্তাবিত হন ও ভোটার নির্ব্বাচনে মতদ্বৈধ হয়, তথায় রেজিষ্ট্রার সাধারণতঃ মীমাংসাকালে তন্মধ্যে কোন পুরুষ ভোটারকেই মনোনয়ন করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভোটাধিকার ও ভোটারের তালিকা

১। যোগ্যতা-অযোগ্যতা

৬। উপরোক্ত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ও তৃতীয় পরিচ্ছেদস্থ ব্যাখ্যা ও নির্দ্দেশাদির অধী নির্দ্দিষ্ট নির্ব্বাচক-কেন্দ্র সমূহের অন্তর্গত প্রত্যেক যোগ্যতাবিশিষ্ট পুরুষ নারী ও নিম্নে ৭ নিয়ম-বিবৃত কোন অযোগ্যতা দুষ্ট না হইলে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনকল্পে নিজ কেন্দ্রের ভোটাধিকারী বলিয়া গণ্য হইবেন ;

টীকা ঃ— "অন্তর্গত" শব্দ প্রয়োগানুসারে নিম্নলিখিত বিভিন্ন অর্থে গৃহীত হইবে, যথা ঃ—

(১) ভূমি সংসৃষ্ট কেন্দ্রসমূহে যে স্থলে ভোটাধিকার নির্দ্দিষ্ট বসত এলাকার উপকার করে তথায় উক্ত এলাকার অধিবাসীগণ বা অধিবাসী স্থানীয় ব্যক্তিগণ তদন্তর্গত গণ্য হইবেন ;

উদাহরণ ঃ কোন মণ্ডলী বা মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার যোগ্যতা-বিশিষ্ট অধিবাসী বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি, মণ্ডলী-কেন্দ্র বা মিউনিসিপ্যাল-কেন্দ্রের অন্তর্গত ;

(২) যে সমুদয় কেন্দ্রের ভোটাধিকার সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাসের আবশ্যকতা নাই তথায় উক্ত কেন্দ্র-সংসৃষ্ট ভূমি বা প্রতিষ্ঠান সমূহের যোগ্যতা-বিশিষ্ট অধিকারী বা অধিকারীস্থানীয় ব্যক্তিগণ তদন্তর্গত গণ্য হইবেন ;

উদাহরণ ঃ— তালুকদার, বা চা-উৎপাদক কেন্দ্র বা ব্যবসায়ী-কেন্দ্রের ভোটাধিকারের জন্য তালুক বা চা-বাগান এলাকায়, বা কারবারের নির্দ্দিষ্ট স্থানে, বাসের আবশ্যকতা নাই ; উল্লিখিত অবস্থায় তালুকের বা চা-বাগানের, বা ব্যবসায়ের যোগ্যতা বিশিষ্ট অধিকারী, বা অধিকারীস্থানীয় ব্যক্তি, কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন ;

(৩) যে সমুদয় কেন্দ্রের ভোটাধিকার ভোটারের বিশেষ কোন যোগ্যতামূলক তথায় রাজ্যের অধিবাসী বা স্থায়ী অধিবাসী এরূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই উক্ত কেন্দ্রের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবেন ;

উদাহরণ ঃ—যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যবহারজীবী বা গ্র্যাজুয়েটাদি রাজ্যের যে স্থানেই বাস করুন না কেন তৎতৎ কেন্দ্রের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭। নিম্নলিখিত প্রত্যেক স্থলে সংসৃষ্ট ব্যক্তি ভোটাধিকারের অযোগ্য গণ্য হইবেন, যথা ঃ—

(ক) যদি এরূপ ব্যক্তির বয়স ২১ বৎসরের ন্যূন হয় ;

টীকা ঃ—এই প্রকরণের উদ্দেশ্যে নাম রেজিষ্ট্রীর অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজ্যে প্রচলিত ত্রিপুরাব্দের পঞ্জিকা অনুসারে এরূপ ব্যক্তির শেষ জন্ম তারিখে তাহার বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই নিয়মাবলীর ব্যবস্থানুসারে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা বা অধিবাসী না হন ;

টীকা ঃ—এই প্রকরণের "অর্জিত অধিকারী প্রজা" প্রজা গণ্য, এবং অধিবাসীর অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি "অধিবাসী" গণ্য হইবেন।

(গ) যদি তিনি উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক দেউলিয়া সাব্যস্ত হইয়া অব্যাহতি না পাইয়া থাকেন, বা উপযুক্ত আদালত কিম্বা কোন উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের অভিমতে বিকৃতমনা হন ;

টীকা ঃ—(১) উপযুক্ত আদালত বলিতে এ রাজ্যের এবং ভিন্ন রাজ্যের উপযুক্ত আদালত বুঝাইবে ;

(২) কোন ব্যক্তির বিকৃত মন সম্বন্ধে এ রাজ্যের বা ভিন্ন আদালতের কোন নির্দ্ধারণ না থাকিলে তর্কস্থলে রেজিষ্ট্রারের তৎসম্বন্ধীয় মীমাংসা এই নিয়মাবলীর ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণতি কল্পে যথেষ্ট হইবে এবং এতদ্বিষয়ে মন্ত্রীর আদেশ চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

(ঘ) যদি এরূপ কোন ব্যক্তি উপযুক্ত আদালতে এক বৎসর বা ততোধিককাল সশ্রম কারাদণ্ডাদিষ্ট হইয়া থাকেন, এবং শ্রীশ্রীযুতের মার্জ্জনা লাভে এই অযোগ্যতা দূর না হইয়া থাকে ;

টীকা ঃ—(১) "উপযুক্ত আদালত" বলিতে এ রাজ্যের বা ভিন্ন রাজ্যের আদালত বুঝাইবে ;

(২) মণ্ডলী আইনের ১৮ (গ) ধারার ভোটাধিকারের অযোগ্যতা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের বা মন্ত্রীর সুবিবেচনানুসারে "গুরুতর মোকদ্দমার" দণ্ডাদেশের উপর নির্ভর করে ; উল্লিখিত স্থলে উপযুক্ত কার্য্যকারকের মীমাংসা এই প্রকরণ সম্মত বলিয়া গণ্য হইবে ;

(৩) সাধারণতঃ ভোট রেজিষ্ট্রী চূড়ান্ত হইবার পর অতীতে দীর্ঘকাল পূর্ব্বের এরূপ দণ্ডাদেশের বিষয় বিশেষ কারণাভাবে পুনর্ব্বিবেচনাযোগ্য হইবে না।

(ঙ) যদি এরূপ ব্যক্তি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক রাজ্যের বা রাজ্যেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী বিদ্রোহী প্রজা বা অধিবাসী বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকেন, এবং শ্রীশ্রীযুতের প্রচারিত মার্জ্জনার বিশেষ আদেশমূলে এই অযোগ্যতা দূর না হয় ;

টীকা ঃ—"বিরুদ্ধাচারী বা বিদ্রোহী" নিম্নলিখিত অর্থে প্রযুক্ত গণ্য হইবে, যথা ঃ—

(১) ত্রিপুরেশ্বরের বা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত গভর্ণমেণ্টের প্রতি দৃশ্যতঃ বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং স্পষ্টতঃ বা দৃশ্যতঃ আনুগত্যহীন, এবং ত্রিপুরেশ্বরের প্রতিকূলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, বা এতদ্বিষয়ে সঙ্গত কারণে সন্দিগ্ধ ;

(২) আইনসম্মত প্রচলিত ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ উক্ত গভর্ণমেণ্টকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টায় নিরত, বা এতদ্বিষয়ে সঙ্গত কারণে সন্দিগ্ধ ;

(৩) সরলভাবে ন্যায়সঙ্গতরূপে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের বা তৎসংসৃষ্ট কোন কার্য্যকারকের প্রতিকূল সমালোচনা বিরুদ্ধাচার বলিয়া গণ্য হইবে না;

দ্রষ্টব্য ঃ—সর্ব্বস্থলেই আচরণদ্বারা উদ্দেশ্য বা মানসিক ভাব অনুমতি হইতে পারিবে ;

(৪) কোন এলাকায় এরূপ কোন বিরুদ্ধাচারী বা বিদ্রোহী ব্যক্তি থাকিলে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রারের নিকট তাঁহার নাম ধামাদি বিজ্ঞাপিত করিতে পারিবেন, এবং এরূপ বিজ্ঞাপ্তিমূলে সংসৃষ্ট ব্যক্তির নাম ভোটারের তালিকা হইতে বাদ পড়িতে পারিবে ; কিন্তু এরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্ত প্রার্থনা করিলে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত কোন বিশেষ কার্য্যকারক কর্ত্তৃক তদন্ত হইতে পারিবে, এবং এরূপ তদন্তকারীর রিপোর্ট সম্পর্কে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

২। ভোটারের তালিকা।

৮। এই নিয়মাবলীর উপরোক্ত ব্যবস্থাধীনে প্রত্যেক কেন্দ্রের ভোটারের তালিকা নিম্নোক্তরূপ হইবে, যথা ঃ—

(ক) **১নং, তালুকদার কেন্দ্র**—যোগ্যতাবিশিষ্ট তালুকদার, জায়গীরদার, বা নিষ্করদারের তালিকা ;

(খ) **২নং, মণ্ডলী কেন্দ্র**—যোগ্যতাবিশিষ্ট প্রধানগণের তালিকা ;

(গ) **৩নং, মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র**—যোগ্যতাবিশিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটী এবং বিজ্ঞাপিত সহর এলাকার ভোটারগণের তালিকা ;

(ঘ) **৪নং, চা-উৎপাদক সম্প্রদায়**—রাজ্যের চা-বাগান সমূহের অধিকারী বা অধিকারীস্থানীয় ব্যক্তিগণের তালিকা ;

(ঙ) **৫নং, ব্যবসায়ী কেন্দ্র**—নির্দ্দিষ্ট স্বীকৃত কারবার সমূহের যোগ্যতাবিশিষ্ট অধিকারী বা অধিকারীস্থানীয় ব্যক্তিগণের তালিকা ;

(চ) **৬নং, ব্যবহারজীবী কেন্দ্র**—(১) (৬/ক) যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যবহারজীবিগণের, (৬/খ) যোগ্যতাবিশিষ্ট গ্র্যাজুয়েট, বা (৬/গ) যোগ্যতাবিশিষ্ট আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটগণের তালিকা ;

(ছ) **৭নং, অনুন্নত সম্প্রদায় কেন্দ্র**—(৭/ক) রাজ্যের হালাম বসতসমূহের যোগ্যতাবিশিষ্ট প্রধানগণের তালিকা, (৭/খ) লুসাই ও কুকী বসতসমূহের যোগ্যতাবিশিষ্ট সরদার সমূহের তালিকা এবং (৭/গ) রিয়াং বসতসমূহের যোগ্যতাবিশিষ্ট প্রধানগণের তালিকা ;

(জ) **৮নং, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় কেন্দ্র**—যোগ্যতাবিশিষ্ট ঠাকুরলোকগণের তালিকা ;

টীকা ঃ—(১) উপরোক্ত (ক) হইতে (জ) পর্য্যন্ত 'যোগ্যতাবিশিষ্ট' শব্দে এই নিয়মাবলী বিবৃত যোগ্যতা সম্পন্ন বুঝাইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তির একাধিক নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের ভোটার হইবার যোগ্যতা থাকে তবে তিনি উপরোক্ত ব্যবস্থাদির অধীনে তাঁহার অভিপ্রায় ও রুচি অনুসারে দুইটি কেন্দ্রের ভোটার স্বরূপ নাম রেজেষ্ট্রী করাইতে পারিবেন; কিন্তু এরূপ বিষয়ে মন্ত্রীর নির্দ্দেশ সর্ব্বস্থলেই চূড়ান্ত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভোটারের নাম রেজিষ্ট্রীর প্রাথমিক অনুষ্ঠান

৯। এই নিয়মাবলী গেজেটে প্রচারিত হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব, মন্ত্রী ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনাদি কার্য্যে পরিণতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীযুতের অনুমতি গ্রহণে নির্ব্বাচিত-কেন্দ্র সমূহের ভোটারের তালিকা প্রস্তুত কল্পে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ২ (ঢ) নিয়মের ব্যবস্থাধীনে জনৈক প্রধান রেজিষ্ট্রার এবং প্রয়োজনানুসারে উপযুক্ত সংখ্যক অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার ও এসিষ্ট্যাণ্ট নিয়োগ করিবেন ;

টীকা ঃ—(১) উক্ত ২ (ঢ) নিয়মের ব্যবস্থানুসারে যে সমুদয় কার্য্যকারক পদাধিকারে অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার গণ্য হইতে পারেন তাঁহাদিগকেও এলাকা ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পরওয়ানা দিতে হইবে ; তদ্ভিন্ন, কার্য্যের প্রকার ও পরিমাণ আলোচনায় প্রয়োজন হইলে পদাধিকারিগণের অতিরিক্ত উপযুক্ত সংখ্যক অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার এবং এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার নিয়োগ করিতে হইবে

; এক এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্র সম্পর্কিত কার্য্যে প্রয়োজন স্থলে একাধিক অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার বা এঃ রেজিষ্ট্রারের মধ্যে বিভক্ত হইতে পারিবে ;

(২) মন্ত্রী এরূপ প্রত্যেক রেজিষ্ট্রার এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারের এলাকা ও কার্য্য বিভাগ করিয়া দিবেন ;

(৩) এরূপ নিযুক্ত কার্য্যকারকগণের নাম, এলাকা ও আফিসের ঠিকানা ষ্টেট্ গেজেটে প্রচারিত হইবে।

১০। প্রধান রেজিষ্ট্রার সমগ্র রাজ্যের, এবং তদধীন অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার, ও এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারগণ স্ব স্ব এলাকার ভোটারের তালিকা বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত এবং ভোটারগণের নাম বিশুদ্ধরূপে রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন ;

টীকা ঃ—(১) প্রধান রেজিষ্ট্রারের এলাকা সমগ্র রাজ্য, এবং প্রত্যেক অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের এলাকা তাঁহাদিগের নিজ নিজ অধীনস্থ শাসন বিভাগ, বা স্থলবিশেষে মন্ত্রীর ব্যবস্থিত রাজ্যের কোন অংশ বা কোন কেন্দ্রের অংশ হইবে, এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারগণ অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের অধীনে তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন এবং কোন নির্দিষ্ট এলাকার কার্য্যভার তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত হইয়া থাকিলে উর্দ্ধতন অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের অনুমোদনাধীনে তৎসংসৃষ্ট যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিতে পারিবেন ;

(২) অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রধান রেজিষ্ট্রারের আদেশ উপদেশাধীন এবং এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণের অধীন হইবেন ;

(৩) মন্ত্রী সঙ্গত মনে করিলে রেজিষ্ট্রারগণের সহায়তাকল্পে উপযুক্ত সংখ্যক তত্ত্বাবধায়ক, আমলা কর্ম্মচারী, এবং পদাতিক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন ;

(৪) রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যে নিযুক্ত যাবতীয় সরকারী কার্য্যকারক নিজ পদোচিত কার্য্যের অতিরিক্তরূপে তৎপ্রতি ন্যস্ত রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, এবং মন্ত্রী, প্রয়োজন স্থলে মন্ত্রী পরিষদের, বা সংসৃষ্ট উচ্চ শ্রেণীর কার্য্যকারকের সহিত, আলোচায় সরকারী কার্য্যকারকগণের উপর এতৎসংক্রান্ত যে কার্য্যভার ন্যস্ত করেন তাহা তাঁহারা সম্পাদন করিতে বাধ্য থাকিবেন ;

(৫) আবশ্যক স্থলে মন্ত্রী সাময়িকরূপে বেতনভোগী কার্য্যকারক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

১১। অতঃপর যত শীঘ্র সম্ভব মন্ত্রী ষ্টেটগেজেটে নির্ব্বাচক-কেন্দ্র সমূহের ভোটারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়ে এই নিয়মাবলীর প্রথম তপসিলস্থ (অ) ফরমে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া প্রত্যেক নির্ব্বাচক কেন্দ্রের অন্তর্গত যোগ্যতাবিশিষ্ট ভোটাধিকারিগণকে নিজ নিজ নাম নির্দ্দিষ্ট স্থলে রেজিষ্ট্রী করাইবার জন্য আহ্বান করিবেন ; উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত থাকিবে ; যথা—

(১) প্রত্যেক নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের নাম, নম্বর, ও তদন্তর্গত ভোটারগণের তালিকা প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ ও শেষ হইবার তারিখ ;

(২) প্রত্যেক নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের ভোটারের তালিকা প্রস্তুত কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রারের, এবং অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার ও এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারগণের এলাকা এবং কার্য্যালয় ও আফিসের ঠিকানা পূর্ব্বে গেজেটে প্রচার হইয়া থাকিলে তদ্বিষয়ের উল্লেখ ;

টীকা ঃ—(ক) এরূপ নাম, ঠিকানাদি গেজেটে প্রচারের পর তদতিরিক্ত **কোন নূতন** বন্দোবস্তের সম্ভাবনা থাকিলে তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে ; (এরূপ বন্দোবস্তাদির প্রবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন সর্ব্বস্থলেই ষ্টেট গেজেটে প্রচারিত হইবে) ;

(খ) সাধারণতঃ এই নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচক-কেন্দ্র সমূহের ভোটারগণ যে যে রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের এলাকায় বাস করেন তাঁহারা সেই সেই এলাকার ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার, বা উক্ত এলাকার কোন খণ্ডের ভারপ্রাপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারের নিকট নিজ নিজ নাম রেজিষ্ট্রী করাইবেন ; এতদ্ভিন্ন যে ক্ষেত্রে কোন নির্ব্বাচক-কেন্দ্র সম্পর্কে রাজ্যের অংশ স্বতন্ত্র এলাকাস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া তাহার কার্য্যভার কোন বিশেষ অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তথায় উক্ত রেজিষ্ট্রারগণ তাঁহার অধীনস্থ কোন খণ্ড এলাকার ভারপ্রাপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারের নিকট সংসৃষ্ট কেন্দ্রের ভোটারগণ নিজ নাম রেজিষ্ট্রী করাইবেন।

(৩) মন্ত্রীর সুবিবেচনানুযায়ী অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

১২। অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত তালিকার অংশসমূহ প্রধান রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক একত্রীকৃত হইয়া প্রত্যেক কেন্দ্র সম্পর্কে সমগ্র রাজ্যের

ভোটারের তালিকা প্রস্তুত হইবে ; কিন্তু এরূপ একত্রীকরণ সাপেক্ষে অধস্তন এলাকা সমূহের ভোট রেজিষ্ট্রী এবং ভোটারের তালিকা প্রস্তুত সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য্য এরূপ প্রত্যেক এলাকায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে চলিতে পারিবে ; প্রধান রেজিষ্ট্রারের স্বীয় অধীনস্থ এলাকা সমূহের কার্য্যাদি তত্ত্বাবধান, পরীক্ষা, এবং আবশ্যক স্থলে সংশোধন বা রহিত করিবার অধিকার থাকিবে ; এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারগণের কার্য্য সম্পর্কেও উর্দ্ধতন অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণে অনুরূপ ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন ; এই নিয়মাবলীর অধীনে সর্ব্বস্থলে মন্ত্রীর আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

১৩। মন্ত্রী সঙ্গত মনে করিলে (অ) বিজ্ঞপ্তি-নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখ ও সময় বিশেষ আদেশে পরিবর্ত্তন করিতে, এবং কোন এলাকার গঠন ও কার্য্যভারের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, এবং এরূপ পরিবর্ত্তিত তারিখ ও ব্যবস্থাদি প্রচারিত হইবার পর এই বিজ্ঞপ্তি-সম্মত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। উপরোক্ত ১১ নিয়ম বিবৃত মন্ত্রীর বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার সহিত, বা অব্যবহিত পরে, প্রধান রেজিষ্ট্রার এই নিয়মাবলীর প্রথম তপসিলস্থ (আ) ফরমে এক দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি ষ্টেট্ গেজেটে এবং রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত প্রত্যেক এলাকা ও খণ্ড এলাকায় প্রচার দ্বারা প্রত্যেক কেন্দ্রের যোগ্যতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে পরিশিষ্টস্থ দ্বিতীয় তপশিলভুক্ত (ই) ফরমে নির্দ্দিষ্ট ম্যাদ মধ্যে ভোটার স্বরূপে নিজ নিজ নাম রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য, বা অন্য কোন দাবী বা আপত্তি থাকিলে তৎসম্বন্ধে, আবেদন উপস্থিত করিতে আহ্বান করিবে ;

টীকা ঃ—(১) প্রত্যেক রেজিষ্ট্রারের এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারের নোটীশ বোর্ডে, ও প্রত্যেক এলাকার প্রকাশ্য স্থান সমূহে, এই বিজ্ঞপ্তি যথাসম্ভব প্রচারিত, এবং স্থলবিশেষে রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকগণের সুবিবেচনানুযায়ী ঢোল-সহরত দ্বারা প্রচারিত হইবে ; কিন্তু ষ্টেট্ গেজেটে প্রচার এবং রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকগণের নিজ নিজ আফিসের নোটীশ বোর্ডে প্রচারিত হইলেই আইন সম্মত প্রচার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(২) উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রধান রেজিষ্ট্রারের বিবেচনানুযায়ী প্রত্যেক কেন্দ্রের, (ক) ভোটারের খসড়া তালিকা প্রস্তুত ও প্রচার, (খ) ভোটারের নাম রেজিষ্ট্রী ও মুসাবিদা তালিকা সম্বন্ধে দাবী গ্রহণ ও মীমাংসা, (গ) খসড়া তালিকা সম্পর্কে দাবী ও আপত্তি গ্রহণ এবং মীমাংসা ও (ঘ) ভোটারের চূড়ান্ত

তালিকা প্রস্তুত ও প্রচার, ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যেক কার্য্যের ম্যাদ সম্বলিত কার্য্যসূচী (প্রোগ্রাম) থাকিতে পারিবে ;

(৩) প্রত্যেক কার্য্যে মন্ত্রীর প্রচারিত (অ) বিজ্ঞপ্তির আদিষ্ট শেষ তারিখ অতিক্রম না করিয়া রেজিষ্ট্রার যাবতীয় স্থলে তারিখ নির্দ্দেশ, ও আবশ্যক হইলে সময় বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভোটারের তালিকা প্রস্তুত।

১৫। উপরোক্ত ১৪ নিয়ম বিরত (আ) বিজ্ঞপ্তি প্রচারের সহিত রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকগণ নিজ নিজ জিম্মায় নির্ব্বাচক-কেন্দ্র সমূহের অন্তর্গত ভোটারগণের নামের খসড়া তালিকা প্রস্তুত কার্য্যে ব্রতী হইবেন।

১। খসড়া তালিকা।

১৬। উপরোক্ত (অ) এবং (আ) বিজ্ঞপ্তির আহ্বানানুসারে নাম রেজিষ্ট্রী ও তালিকাভুক্ত হইবার ব্যক্তিগত দাবী উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা নিম্নলিখিত উপায়ে খসড়া তালিকার মুসাবিদা প্রস্তুত করাইবেন, যথা ঃ—

(ক) সরকারী বা অন্য কাগজ পত্রের সাহায্য গ্রহণ ;

(খ) আবশ্যকানুযায়ী স্থানীয় তদন্তের দ্বারা ;

টীকা ঃ—(১) রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকগণ স্বয়ং বা অধীনস্থ, কিম্বা অন্য সরকারী বা অর্দ্ধ সরকারী কার্য্যকারকগণের সাহায্যে এরূপ অনুসন্ধানাদি করিবেন ;

(২) সরকারী বা অর্দ্ধ সরকারী প্রত্যেক কার্য্যকারক তদন্তকার্য্যে রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকগণের নির্দ্দেশানুযায়ী সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৭। ইতঃমধ্যে পূর্ব্বোক্ত (আ) বিজ্ঞপ্তির আহ্বানানুসারে নাম রেজিষ্ট্রী বা তালিকা ভুক্ত হইবার জন্য যে সমুদয় আবেদন উপস্থিত হয় রেজিষ্ট্রেশন

কার্য্যকারকগণ তাহা নিজ নিজ ফাইলে রেজিষ্ট্রী ও জমা করিবেন, এবং প্রত্যেক স্থলে সরাসরি অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির জন্য উক্ত বিজ্ঞপ্তিলিখিত ম্যাদান্তে দিন ধার্য্য করতঃ নিজ নিজ আফিসের নোটীশ বোর্ডে বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন;

টীকা ঃ—(১) উক্ত বিজ্ঞাপনে আবেদনকারিগণকে নিজ উক্তির পোষকের প্রমাণ থাকিলে তৎসহ উপস্থিত হইবার নির্দ্দেশ দিতে হইবে ;

(২) রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারক সঙ্গত মনে করিলে সুবিধার্থে মফঃস্বলেও এরূপ তদন্ত করিতে পারিবেন কিন্তু তদ্বিষয় বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করতঃ স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে ;

(৩) রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকের বিবেচনানুযায়ী, নোটীশ বোর্ডে বিজ্ঞাপন প্রচারের অতিরিক্তরূপে, অন্য উপায়েও এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতে পারে ; কিন্তু প্রয়োজনীয় তদন্তের উদ্দেশ্যে উক্তরূপ নোটীশ বোর্ডে প্রচারই যথেষ্ট প্রচার বলিয়া গণ্য হইবে ;

(৪) প্রত্যেক রেজিষ্ট্রিকৃত আবেদন বাজে নথীভুক্ত হইবে।

১৮। এরূপ প্রত্যেক বাজে মোকদ্দমা ধার্য্য তারিখে, বা দিনান্তর ধার্য্য হইলে নির্দ্দিষ্ট অন্য তারিখে, সরাসরি তদন্তের পর রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারক আবেদন সম্পর্কে শেষ আদেশ প্রচার করিবেন ; প্রত্যেক অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের এরূপ আদেশ চূড়ান্ত গণ্য, এবং এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারের এরূপ আদেশ তদীয় উর্দ্ধতন অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার বা প্রধান রেজিষ্ট্রারের অনুমোদনে চূড়ান্ত গণ্য হইবে ; আবেদন গ্রাহ্য হইলে তদনুযায়ী ভোটারের নাম রেজিষ্ট্রি করতঃ আবশ্যকস্থলে রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকগণ মুসাবিদা খসড়া-তালিকা সংশোধন করিবেন ;

টীকা ঃ—(১) যে স্থলে মুসাবিদা তালিকায় পূর্ব্বেই আবেদনকারীর নাম ভুক্ত হইয়াছে তথায় মাত্র দ্বিতীয় পরিচ্ছদের ২ নিয়মের (ণ) প্রকরণানুসারে মন্তব্য লিখিত বা চিহ্ন ব্যবহৃত হইলেই চলিবে ;

(২) যে স্থলে মুসাবিদা তালিকা সংশোধন করা আবশ্যক বলিয়া দৃষ্ট হয় তথায় লাল কালির দ্বারা লিখিত বিবরণাদি সংশোধন কতঃ নাম স্বাক্ষর ও উক্তরূপ চিহ্নাদি ব্যবহার করিতে হইবে ;

(৩) প্রত্যেক কেন্দ্রে খসড়া তালিকার মুসাবিদা যাহাতে (আ) বিজ্ঞপ্তি-নির্দ্দিষ্ট ম্যাদ মধ্যে প্রস্তুত হয় তৎপ্রতি রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন ;

(৪) প্রয়োজন হইলে মুসাবিদা প্রস্তুত বা খসড়া তালিকা প্রস্তুত কার্য্যের সময় বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে কিন্তু রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকগণ এরূপ বৃদ্ধিকাল অনতিবিলম্বে উর্দ্ধতন রেজিষ্ট্রারের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

১৯। উপরোক্ত ১৭ ও ১৮ সংখ্যক নিয়মানুসারে সংশোধিত প্রত্যেক কেন্দ্রের মুসাবিদা তালিকা উক্ত কেন্দ্র সম্পর্কিত সংসৃষ্ট এলাকার ভোটারের খসড়া তালিকা বলিয়া গণ্য হইবে ;

টীকা ঃ—সমগ্র রাজ্যের একত্রীকৃত তালিকা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই প্রত্যেক এলাকার বা খণ্ড এলাকার খসড়া তালিকা চূড়ান্ত গণ্যে মুদ্রিত, বা ষ্টেট গেজেটে প্রচারিত, কিম্বা অন্য উপায়ে এলাকায় প্রচারিত হইবে ; কিন্তু মুদ্রণের বা গেজেটে প্রচারের অভাব কার্য্যের ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইবে না।

২০। কোন ব্যক্তি কোন অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের আদেশে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিলে প্রধান রেজিষ্ট্রারের নিকট তৎসম্বন্ধে আদেশের ৭ দিনের মধ্যে আপত্তি উপস্থিত করিতে পারিবে, কিন্তু এরূপ আবেদন আপীল বলিয়া গণ্য হইবে না ; প্রধান রেজিষ্ট্রার বিশেষ কারণে সঙ্গত মনে করিলে অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের আদেশ পুনরালোচনা করতঃ যথাবিহিত আদেশ দিতে পারিবেন, এবং তদনুযায়ী তালিকা প্রস্তুত বা সংশোধিত হইবে।

(ক) রেজিষ্ট্রী রক্ষার প্রণালী।

২১। প্রত্যেক-কেন্দ্রের খসড়া তালিকার রেজিষ্ট্রী এবং ভোটারের নামের রেজিষ্ট্রী কার্য্যতঃ এক, এবং উভয়ই একত্র পরিশিষ্টস্থ দ্বিতীয় তপসিলের (ক) ফরমে প্রস্তুত বহিতে রক্ষিত হইবে ;

টীকা ঃ—(১) প্রধান রেজিষ্ট্রারের আফিসে রক্ষিত প্রত্যেক নির্ব্বাচক কেন্দ্রের ভোটারের নাম ও তালিকার রেজিষ্ট্রী উক্ত কেন্দ্রের নম্বরে রক্ষিত হইবে, এবং কেন্দ্র সম্পর্কিত অধস্তন প্রত্যেক অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের এলাকার রেজিষ্ট্রীতে উক্ত মূল নম্বরসহ এলাকার নামের আদ্যাক্ষর ও তদধীন খণ্ড এলাকার রেজিষ্ট্রীতে উভয়ের সহিত উক্ত খণ্ড এলাকার নামের আদ্যাক্ষর ব্যবহৃত হইবে;

উদাহরণ ঃ—তালুকদার কেন্দ্রের নম্বর ১, সুতরাং প্রধান রেজিষ্ট্রারের

আফিসে রক্ষিত উক্ত কেন্দ্রের মূল রেজিষ্ট্রীতে ১ নম্বর, এবং অধীনস্থ কৈলাসহরে অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের এলাকার উক্ত কেন্দ্রসম্পর্কিত রেজিষ্ট্রীর নম্বর ১ (কৈঃ,) ও কৈলাসহরের অধীনস্থ কলমপুর খণ্ড এলাকার রেজিষ্ট্রীর নম্বর ১ (কৈঃ—কঃ) হইবে ;

(২) যে স্থলে কোন বিশেষ কেন্দ্রের জন্য প্রধান রেজিষ্ট্রারের অধীনে সদরে একজন স্বতন্ত্র অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার এবং তদধীনে কোন খণ্ড এলাকার জন্য স্বতন্ত্র এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত থাকে, তথায়ও উপরোক্ত প্রণালীতে যথাক্রমে কেন্দ্রের নম্বর, তৎসহ অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের এলাকার নামের আদ্যাক্ষর, ও উভয়সহ খণ্ড এলাকার নামের আদ্যাক্ষর, রেজিষ্ট্রী নম্বরস্বরূপে ব্যবহৃত হইবে ;

উদাহরণ ঃ মিউনিসিপ্যালিটি কেন্দ্রের মূল রেজিষ্ট্রীর নম্বর ৩ ; পদাধিকারে অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার গণ্য আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের রক্ষিত রেজিষ্ট্রী নম্বর ৩ (আঃ) হইবে ;

(৩) স্থল বিশেষে এরূপ বিশেষ কেন্দ্রের ভোটারের তালিকা প্রস্তুত কার্য্যে রাজ্যের অন্য সাধারণ অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণের সহযোগিতা গ্রহণ করার আবশ্যকতা ঘটিলেও রেজিষ্ট্রী রক্ষণ ও তাহার নম্বর ব্যবহার প্রণালী যথাসম্ভব উক্ত রূপ হইবে ;

উদাহরণ ঃ—(ক) ব্যবহারজীবী কেন্দ্রের নম্বর ৬ ; সুতরাং প্রধান রেজিষ্ট্রারের আফিসে উক্ত কেন্দ্রের রেজিষ্ট্রার নম্বর ৬ হইবে ; উক্ত কেন্দ্রের তিনটি অংশ, (১) ব্যবহারজীবী সম্প্রদায়, (২) গ্র্যাজুয়েটগণ ও (৩) আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটগণের প্রত্যেকের সতন্ত্র নম্বর যথাক্রমে $\frac{৬}{ক}$, $\frac{৬}{খ}$, $\frac{৬}{গ}$ (৮ নিয়ম দ্রষ্টব্য); যদি আগরতলা বারলাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট প্রধান রেজিষ্ট্রারের অধীনে মাত্র ব্যবহারজীবী অংশের জন্য অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন, তবে তাঁহার রেজিষ্ট্রি নম্বর $\frac{৬}{ক}$(আঃ) হইবে ; এরূপস্থলে কৈলাসহরের বিভাগীয় অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার নিজ এলাকার ব্যবহারজীবিগণের তালিকা প্রস্তুতের জন্য সহযোগিতা করিলে তাঁহার রেজিষ্ট্রী নম্বর $\frac{৬}{ক}$ (আঃ কৈঃ) হইবে।

(৪) কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধীয় এরূপ যাবতীয় সাধারণ বিষয়ে প্রধান রেজিষ্ট্রারের প্রদত্ত আদেশ-নির্দ্দেশ মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানাধীনে চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

২২। এই নিয়মাবলীর ব্যবস্থাদি কার্য্যে পরিণতির সুবিধার্থে প্রত্যেক কেন্দ্রের একটি সাংকেতিক নাম ব্যবহার হইতে পারিবে, এবং উক্ত নাম নিম্নলিখিতরূপ হইবে ; যথা—

কেন্দ্রের নম্বর	কেন্দ্রের নাম	সাঙ্কেতিক নাম
১	তালুকদার	তাং
২	মণ্ডলী	মং
৩	মিউনিসিপ্যালিটি	মিং
৪	চা-উৎপাদক সম্প্রদায়	চা
৫	ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (অর্থাৎ কারবার)	কাঃ
৬	ব্যবহারজীবী	ব্যং
৭	অনুন্নত সম্প্রদায়	অং
৮	ইতিহাস প্রসিদ্ধজাতি (ঠাকুর লোক)	ঠাং

দ্রষ্টব্য ঃ (১) জমিদার, জায়গীরদার, ও নিষ্করদার, তালুকদার সংজ্ঞান্তর্গত গণ্য হইবে।

(২) বিজ্ঞাপিত সহর এলাকার কার্য্য স্বতন্ত্র হইলে মূল কেন্দ্রর সাঙ্কেতিক নাম "মিং" এবং বিজ্ঞাপিত সহর এলাকার সাঙ্কেতিক নাম "মিং" (২) হইবে।

(৩) ব্যবহারজীবী, গ্র্যাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটের প্রত্যেকের সাঙ্কেতিক নাম যথাক্রমে ব্যং (১), ব্যং (২), ব্যং (৩) হইবে।

২৩। মুসাবিদা খসড়া-তালিকা প্রস্তুতকাল হইতেই অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণের রক্ষিত প্রত্যেক কেন্দ্রের রেজিষ্ট্রী ডুপ্লিকেট আকারে রক্ষিত হইবে, অর্থাৎ একই নম্বরে একখানি মূল রেজিষ্ট্রী এবং অপরখানি তাহার নকল রেজিষ্ট্রী হইবে ; নকল রেজিষ্ট্রীতে নম্বরের নীচে নকল শব্দবাচক "ডুপ্লিকেট" বা "ডুঃ" চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে ;

উদাহরণ—তালকুদার কেন্দ্রের কৈলাসহরে মূল রেজিষ্ট্র নম্বর ১ (কৈঃ), এবং ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রিতে নম্বর $\frac{১ \text{ কৈঃ}}{\text{ডুঃ}}$ হইবে।

২৪। ১৮ সংখ্যক নিয়মানুসারে রেজিষ্ট্রি সংশোধনকালে উভয় খণ্ডই এক প্রণালীতে সংশোধিত হইবে।

২৫। যদি (আ) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আপত্তি বা দাবীর আবেদনমূলে তদন্তকালে

রেজিষ্ট্রী ভুক্ত কোন নাম বাদ পড়ে, তবে উহার স্থলে উক্ত ক্রমিক নম্বরে নূতন ভুক্ত হইবার যোগ্য কোন নাম লাল কালিদ্বারা তৎপরিবর্ত্তে বসাইতে হইবে।

২৬। রেজিষ্ট্রীর এরূপ বাদ পড়া ক্রমিক নম্বরসমূহ ঐরূপে পূরণ হওয়ার পর অবশিষ্ট যে সকল নূতন নাম তদন্ত ফলে রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া প্রকাশ পায়, তৎসমুদয়ই মুসাবিদা তালিকার শেষাংশে পরবর্ত্তী ক্রমিক নম্বরে কালিদ্বারা লিখিতে হইবে।

উদাহরণ—(ক) তালুকদার কেন্দ্রের খসড়া তালিকার রেজিষ্ট্রীতে যদি ক্রমিক নম্বরে (১) রাম, (২) শ্যাম, এবং (৩) যদু মাত্র এই তিনটি নাম থাকে, এবং তদন্তে গোপাল, রাখাল মাধব এই তিনটি নূতন নাম তালিকাভুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন এবং শ্যাম নাম বাদ পড়িবার যোগ্য স্থির হয়, তবে শেষোক্ত নাম গুলির মধ্যে গোপাল নাম (২) নম্বর শ্যাম নামের স্থলে লিখিত হইবে, এবং অবশিষ্ট নাম ৪, ৫, ৬ প্রভৃতি পরবর্ত্তী নূতন নম্বরে লাল কালিদ্বারা রেজিষ্ট্রীর শেষভাগে লিখিত হইবে ;

(খ) বাদ পড়া নম্বরে কোন নূতন নাম ভুক্ত করিতে হইলে রেজিষ্ট্রারগণ যাহাতে ভ্রমে কোন নাম দুইবার রেজিষ্ট্রীভুক্ত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, এবং তদর্থে সংসৃষ্ট তদন্তের বাজে নথীতে রেজিষ্ট্রীভুক্ত নূতন নামের নম্বর নোট করিবেন।

২৭। খণ্ড এলাকার এসিস্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারগণও যথা সম্ভব উক্ত প্রণালীতে নিজ নিজ ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রী রক্ষা করিবেন, এবং কার্য্যান্তে উভয় রেজিষ্ট্রীই উর্দ্ধতন অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের আফিসে প্রেরণ করিবেন ; অনুমোদিত হইবার পর উক্ত মূল রেজিষ্ট্রী অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের অফিসের সংসৃষ্ট কেন্দ্র সম্পর্কিত মূল রেজিষ্ট্রীর পরবর্ত্তী খণ্ড বলিয়া, এবং ডুপ্লিকেটে রেজিষ্ট্রী ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রীর পরবর্ত্তী খণ্ড বলিয়া গণ্য ও চিহ্নিত হইবে ; খণ্ড বাচক নম্বর লাল কালিতে রেজিষ্ট্রী নম্বরের পার্শ্বে বৃহৎ ইংরাজী রোম্যান অক্ষরে I, II ইত্যাকারে লিখিতে হইবে ;

উদাহরণ—(ক) তালুকদার কেন্দ্রের কৈলাসহর এলাকার মূল রেজিষ্ট্রীর নম্বর (১) (কৈঃ) এবং ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রীর নম্বর $\frac{১\ কৈঃ}{ডুঃ}$ পক্ষান্তরে কমলপুর এলাকার উক্ত কেন্দ্রের মূল রেজিষ্ট্রার নম্বর ১ (কৈঃ কঃ) এবং ডুপ্লিকেট

রেজিষ্ট্রার নম্বর ১ $\left(\frac{\text{কৈঃ-কঃ}}{\text{ডুঃ}}\right)$; কৈলাসহরে প্রেরিত হইবার পর কমলপুরের মূল রেজিষ্ট্রী কৈলাসহরের মূল রেজিষ্ট্রীর খণ্ড বলিয়া, এবং কমলপুরের ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রী কৈলাসহরের ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রীর খণ্ড বলিয়া গণ্য এবং নিম্নলিখিতরূপে চিহ্নিত হইবে, যথা—

(১) কৈলাসহরের মূল রেজিষ্ট্রীর নম্বর ১ (কৈঃ) I; কমলপুরের খণ্ড-এলাকার মূল রেজিষ্ট্রী কৈলাসহরে গৃহীত হইবার পর তাহার নম্বর ১ (কৈঃ—কৈঃ) II হইবে ;

(২) কৈলাসহরের ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রীর নম্বর $\frac{\text{(১ কৈঃ)}}{\text{ডুঃ}}$ I ; কমলপুরের খণ্ড-এলাকার রেজিষ্ট্রী কৈলাসহরে গৃহীত হইবার পর তাহার নম্বর $\frac{\text{(১ কৈঃ-কঃ)}}{\text{ডুঃ}}$ II হইবে ;

(৩) সাধারণতঃ রেজিষ্ট্রীগুলি, বিশেষতঃ খণ্ড-এলাকার রেজিষ্ট্রীগুলি, এরূপ আকারে প্রস্তুত হইবে যে এক বহিতেই এলাকার ভোটারগণের নামভুক্ত হইতে পারে ; এক বহিতে স্থান না থাকিলে উপরোক্ত প্রণালীতে খণ্ড চিহ্নিত হইবে, এবং অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের আফিসের রেজিষ্ট্রী বহি শেষ হইয়া প্রয়োজনস্থলে নূতন খণ্ড বহি চিহ্নিত হইবার পর খণ্ড এলাকা হইতে আগত রেজিষ্ট্রীতে পরবর্ত্তী খণ্ডবাচক চিহ্ন প্রদত্ত হইবে ;

উদাহরণ—কৈলাসহরের তালুকদার কেন্দ্রের মূল রেজিষ্ট্রী বা ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রী একখানিতে না কুলাইলে তাহার নম্বর যথাক্রমে ১ (কৈঃ) I, ১ (কৈঃ) II, $\frac{\text{(১ কৈঃ)}}{\text{ডুঃ}}$ I, $\frac{\text{(১ কৈঃ)}}{\text{ডুঃ}}$ II ইত্যাদি আকারে লিখিত হইবে, এবং কমলপুরের খণ্ড-এলাকা হইতে আগত রেজিষ্ট্রীতে পরবর্তী খণ্ড চিহ্ন, অর্থাৎ ১ (কৈঃ—কৈঃ) III, $\frac{\text{(১ কৈঃ-কঃ)}}{\text{ডুঃ}}$ III ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে ; এরূপ স্থলে খণ্ড-এলাকার বহির খণ্ড চিহ্ন কাটিয়া দিয়া অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার নিজ নাম স্বাক্ষর করিবেন ;

(৪) খণ্ড এলাকার আগত রেজিষ্ট্রী অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের আফিসের রেজিষ্ট্রীরূপে চিহ্নিত হইলেও ভোটারের নামের ক্রমিক নম্বর অব্যাহত থাকিবে ;

উদাহরণ—কমলপুর মূল রেজিষ্ট্রীতে মোট তিনজন ভোটার থাকিলে তাহার নম্বর ১, ২, ৩ হইবে ; কিন্তু কমলপুরের রেজিষ্ট্রী আগত হইয়া কৈলাসহরের রেজিষ্ট্রীর পরবর্ত্তী খণ্ড স্বরূপে চিহ্নিত হইলেও কমলপুরের রেজিষ্ট্রীভুক্ত ভোটারের ক্রমিক নম্বর ১, ২, ৩ ইত্যাদি আকারে থাকিবে।

(খ) প্রধান রেজিষ্ট্রার আফিসের রেজিষ্ট্রী।

২৮। মুসাবিদা সংশোধিত হইয়া কোন কেন্দ্রের খসড়া তালিকা অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইবার পর উক্ত রেজিষ্ট্রারগণ অবিলম্বে তদ্বিষয় প্রধান রেজিষ্ট্রারের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

২৯। প্রধান রেজিষ্ট্রার আফিসের একত্রীকরণ কার্য্য অধস্তন অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণের খসড়া তালিকা প্রস্তুত ও প্রচারিত হইয়া তৎসম্বন্ধীয় আপত্তি ইত্যাদি মীমাংসার পর উহা চূড়ান্ত হইলে আরম্ভ হইবে ; সুতরাং সাধারণতঃ অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণ কর্ত্তৃক খসড়া তালিকা। চূড়ান্ত হইবার পূর্ব্বে প্রধান রেজিষ্ট্রারের আফিসে কোন রেজিষ্ট্রী রক্ষিত হইবেনা ; অধস্তন আফিস সমূহের ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রী ক্রমশঃ আগত হইবার সহিত প্রধান রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক তাহা পরীক্ষিত হইয়া নিজ আফিসের মূল রেজিষ্ট্রী স্বরূপে চিহ্নিত হইবে, এবং রেজিষ্ট্রী ফরমের (দ্বিতীয় তপসিলের (ক) ফরম প্রথম কলামে সবুজ কালীতে সমগ্র রাজ্যের ভোটারগণের স্বতন্ত্র নূতন ক্রমিক নম্বর প্রদত্ত হইবে ;

উদাহরণ—(ক) কৈলাসহরের ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রী সর্ব্বাগ্রে আগত হইলে তাহা পরীক্ষার পর প্রধান রেজিষ্ট্রার তাহাতে পরিষ্কাররূপে নিজ আফিসের চিহ্ন প্রদান করিবেন (অর্থাৎ কৈলাসহরের ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রীর প্রথম খণ্ড ও প্রধান রেজিষ্ট্রার অফিসের মূল রেজিষ্ট্রীর প্রথম খণ্ড গণ্য হইয়া বৃহৎ অক্ষরে I চিহ্নিত হইবে, কিন্তু অধস্তন আফিসের চিহ্নের সহিত পার্থক্য রাখিবার উদ্দেশ্যে এই চিহ্নে সবুজ কালি ব্যবহৃত হইবে ;

(খ) ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রীগুলি আগত হইবার ক্রমানুযায়ী প্রধান রেজিষ্ট্রারের আফিসের খণ্ড চিহ্ন প্রদত্ত হইবে ;

উদাহরণ—প্রধান রেজিষ্ট্রার আফিসে প্রথম আগত হইলে কৈলাসহরের রেজিষ্ট্রী I চিহ্নিত হইয়া তৎপরে আগত সদরের রেজিষ্ট্রী II চিহ্নিত হইবে, এবং ইহার পর সোণামুড়ার রেজিষ্ট্রী আগত হইলে তাহা III চিহ্নিত হইবে ; কিন্তু সর্ব্বস্থলেই এক অধস্তন আফিসের রেজিষ্ট্রী একত্র স্থানে থাকিবে ; যথা কৈলাসহরের রেজিষ্ট্রী দুই খণ্ডে থাকিলে তাহা প্রধান রেজিষ্ট্রারের আফিসে যথাক্রমে, I, II চিহ্নিত হইবে ; কিন্তু কোন স্থলেই কৈলাসহরের রেজিষ্ট্রী প্রথম খণ্ড I, পরে সদরে রেজিষ্ট্রী প্রথম খণ্ড II ও কৈলাসহরের রেজিষ্ট্রীর দ্বিতীয় খণ্ড III ইত্যাকারে চিহ্নিত হইবে না ;

(গ) প্রধান রেজিষ্ট্রারের রেজিষ্ট্রীর ১ নং কলমে উপরোক্ত ২৯ নিয়মানুসারে পূরণ হইবার পরেও দ্বিতীয় কলামের অধস্তন আফিসের নম্বর অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। ১ নং কলাম পূরণ কালে সবুজকালি ব্যবহৃত হইবে।

(ঘ) যদি কার্য্যের সুবিধার্থ প্রদান রেজিষ্ট্রার স্বয়ং কোন স্থলে অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রাগণের করণীয় ভোটারের খসড়া তালিকা প্রস্তুত ও নাম রেজিষ্ট্রীর কার্য্য অনুষ্ঠান করেন তবে তিনি তাহা করিতে পারিবেন ; এবং এরূপ স্থলে তাঁহার রক্ষিত রেজিষ্ট্রী তাঁহার আফিসের সংসৃষ্ট কেন্দ্রের রেজিষ্ট্রীর প্রথম খণ্ড বলিয়া গণ্য হইয়া একদা পূর্ব্ব বর্ণিতরূপে সবুজ কালিতে চিহ্নত হইবে, ও রেজিষ্ট্রেশন নম্বর একদা সবুজ কালিতে ফরমের ১ম কলামে লিখিত হইবে।

(গ) খসড়া তালিকা প্রচার।

৩০। প্রত্যেক অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের জিম্মার মুসাবিদা তালিকা সংশোধিত হইয়া সংসৃষ্ট এলাকার তালিকা প্রস্তুত হইবা মাত্র তাহার প্রতিলিপি অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষরে (১) উক্ত রেজিষ্ট্রারের আফিসের নোটিশ বোর্ডে, (২) রেজিষ্ট্রারের বিবেচনানুযায়ী এলাকার অন্য প্রকাশ্য স্থানাদিতে এবং (৩) উক্ত রেজিষ্ট্রার আবশ্যক মনে করিলে ষ্টেট গেজেটে বা অন্য কোন পত্রিকায়, প্রচারিত হইবে।

৩১। অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণ সঙ্গত মনে করিলে প্রকাশ্য স্থানে ঢোলসহরত দ্বারা তালিকা প্রচার করিতে পারেন।

৩২। উপরোক্ত ৩০ ও ৩১ নিয়মের ব্যবস্থা সত্বেও ৩০ নিয়মের (১) ও (২) প্রকরণোক্ত প্রচারই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৩। অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণ খসড়া তালিকা প্রচারসহ নিজ স্বাক্ষরে পরিশিষ্টের প্রথম তপসিলস্থ (ঈ) ফরমে বিজ্ঞাপ্তি প্রচার করিবেন এবং প্রচারিত খসড়া তালিকার কোন বিবরণ সম্পর্কে কাহারও কোন দাবী, বা আপত্তি, বা অন্য কোন হেতুতে তালিকা সংশোধনের কোন প্রার্থনা থাকিলে পরিশিস্টের প্রথম তপসিলস্থ (উ) ফরমে তৎসম্বন্ধে নির্দিষ্ট ম্যাদ মধ্যে আবেদন উপস্থিত করিবার নির্দ্দেশ দিবেন।

(ঘ) আপত্তি মীমাংসা।

৩৪। উপরোক্ত (উ) বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার সহিত অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণ

তদ্বিষয় প্রধান রেজিষ্ট্রারের নিকট রিপোর্ট করিবেন, এবং মন্ত্রী সঙ্গত মনে করিলে যে কোন (অতিরিক্ত) রেজিস্ট্রেশন এলাকার বা তদন্তর্গত খণ্ড এলাকার আপত্তি ইত্যাদি মীমাংসার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক "মীমাংসা কার্য্যকারক" বা "মীমাংসক" নিযুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন।

৩৫। স্বতন্ত্র মীমাংসক নিযুক্ত না হইলে, বা এরূপ মীমাংসক নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগের এলাকা স্বতন্ত্ররূপে বিভক্ত হইলে, অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণ নিজ নিজ এলাকার বা এলাকার অবশিষ্টাংশের মীমাংসা কার্য্যকারক গণ্য হইয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৩৬। মীমাংসা কার্য্যকারকগণ ম্যাদ মধ্যে আগত দাবী ও আপত্তির আবেদনাদি বাজে নথী ভুক্ত করিয়া ম্যাদান্তে তাহার মীমাংসার জন্য দিন ধার্য্য করিবেন ;

টীকা—(১) স্বতন্ত্র মীমাংসক নিযুক্ত হইলেও অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণ আবেদনাদি গ্রহণ ও বাজে নথী ভুক্ত, এবং ম্যাদান্তে নিষ্পত্তির তারিখ ধার্য্য করিয়া তৎবিষয় নিজ আফিসে নোটীশ বোর্ডে বিজ্ঞাপিত করিতে পারিবেন ;

(২) স্বতন্ত্র মীমাংসক নিযুক্ত হইলে তদধীনস্থ এলাকার নদী, সংসৃষ্ট মীমাংসা কার্য্যকারকের ফাইলে পরিবর্ত্তিত হইবে ;

(৩) এরূপ স্বতন্ত্র মীমাংসা কার্য্যকারকগণও প্রয়োজনস্থলে নিজ নিজ নোটীশ বোর্ডে বা অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের নোটীশ বোর্ডে নিজ স্বাক্ষরে মীমাংসার তারিখ ইত্যাদি বিজ্ঞাপিত করিতে পারিবেন ;

(৪) তারিখ সহ আবেদন সংসৃষ্ট পক্ষগণকে নিজ নিজ পোষক প্রমাণসহ ধার্য্য তারিখে উপস্থিত থাকিতে আদেশ করিতে হইবে ;

(৫) যদি কোন আবেদনে কোন পক্ষের নাম বাদ দিবার প্রার্থনা থাকে, বা কোনস্থলে কাহারও প্রতিকূল স্বার্থ থাকে, তবে সংসৃষ্ট ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত করতঃ প্রতিবাদী গণ্যে তাহার নামে উক্তরূপে নোটীশ বোর্ডে নোটীশ দিতে হইবে;

(৬) মীমাংসা কার্য্যকারকগণ সঙ্গত মনে করিলে সর্ব্বস্থলেই অন্য যে কোন ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত করিতে পারিবেন ;

(৭) প্রয়োজনস্থলে ডাকযোগে, বা গেজেটে বা পত্রিকায় প্রকাশ দ্বারা, প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা, বা মীমাংসার কার্য্যকারকের সুবিবেচনানুসারে

অন্য উপায়ে, এরূপ নোটিশ প্রচার করা যাইতে পারে, কিন্তু আফিস বোর্ডে নোটীশ প্রচারই যথেষ্ট প্রচার বলিয়া গণ্য হইবে ;

(৮) তদন্তকার্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত, এবং সম্ভবপর হইলে ধার্য্য প্রথম তারিখেই শেষ করিতে হইবে ;

(৯) আবশ্যক হইলে মফঃস্বলে তদন্ত হইতে পারিবে, কিন্তু তৎবিষয়ে নোটীশে স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে ; নিতান্ত প্রয়োজনে দিনান্তর ধার্য্য হইতে পারিবে, কিন্তু প্রথম তারিখই চূড়ান্ত মীমাংসার তারিখ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইবে।

৩৭। মীমাংসা কার্য্যকারকগণের নিষ্পত্তির আদেশ আপীল-যোগ্য হইবেনা ও চূড়ান্ত গণ্য হইবে, কিন্তু মন্ত্রী সঙ্গত মনে করিলে এরূপ কোন আদেশ পুনরালোচনা করতঃ যথাবিহিত আদেশ দিতে পারিবেন ; যে স্থলে কোন পক্ষের আবেদন মূলে এরূপ আদেশ মন্ত্রী কর্ত্তৃক পুনরালোচিত হয় তথায় আদেশের ৭ দিবস মধ্যে উপস্থিত না হইলে আবেদন গ্রহণ যোগ্য হইবেনা।

৩৮। মীমাংসা কার্য্যকারকগণের নথী ও আদেশ, সংসৃষ্ট অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরিত হইলে তৎকর্ত্তৃক মীমাংসার নিষ্পত্তি অনুসারে খসড়া তালিকা সংশোধিত হইবে।

৩৯। কোন কেন্দ্রের এরূপ সংশোধিত খসড়া তালিকা, সংসৃষ্ট অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের এলাকার তৎসম্পর্কিত চূড়ান্ত তালিকা বলিয়া গণ্য হইবে।

২। চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত ও প্রচার।

৪০। অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণের এলাকার খসড়া তালিকা প্রচার ও তৎসম্পর্কিত দাবী ও আপত্তি মীমাংসার পর উহা সংশোধিত ও চূড়ান্ত হইবামাত্র প্রত্যেক সংশোধিত ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রী প্রধান রেজিষ্ট্রারের আফিসে প্রেরিত হইবে এবং তথায় উহা মূল নম্বরে একত্রীকৃত হইয়া সমগ্র রাজ্যের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত হইবে ;

টীকা—প্রধান রেজিষ্ট্রারের আফিসের রেজিষ্ট্রী-নম্বর স্বরূপে ইতঃপূর্ব্বে লিখিতরূপে প্রত্যেক নির্ব্বাচক কেন্দ্রের নম্বর ব্যবহৃত হইবে, এবং অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণের ডুপ্লিকেট খণ্ডসমূহ তিনি পরীক্ষার পর নিজ আফিসের মূল রেজিষ্ট্রীর খণ্ড বলিয়া চিহ্নিত করিবেন।

৪১। অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণের ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রী নিজ আফিসে আগত

হওয়া মাত্র প্রধান রেজিষ্ট্রার তাহা পূর্ব্ব বিবৃতি প্রণালীতে নিজ রেজিষ্ট্রী ভুক্ত করতঃ প্রত্যেক কেন্দ্র সম্পর্কিত সমগ্র রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটারের তালিকা প্রস্তুত ও তাহা মুদ্রিত এবং ষ্টেট্ গেজেটে প্রচার করিবেন ;

টীকা—(১) প্রধান রেজিষ্ট্রার এরূপভাবে রাজ্যের তালিকা প্রস্তুত করিবেন যে প্রত্যেক অধীনস্থ অংশ-এলাকার ভোটারগণের নাম একস্থানে থাকে ;

(২) স্টেট গেজেটে প্রচারের অতিরিক্তরূপে প্রত্যেক অংশ-এলাকা সংসৃষ্ট চূড়ান্ত তালিকার অংশ, ও তদধীনস্থ খণ্ড-এলাকা সংসৃষ্ট উহার অংশ, খসড়া তালিকা প্রচারের ন্যায় সংসৃষ্ট এলাকায় প্রচারিত হইবে, কিন্তু সমগ্র রাজ্যের তালিকা গেজেটে প্রচারই, যথেষ্ট হইবে।

৪২। সমগ্র রাজ্যের ভোটারের তালিকা ও রেজিষ্ট্রী এবং প্রত্যেক অংশ-এলাকার তালিকা ও রেজিষ্ট্রী এবং তৎসংসৃষ্ট অনা কাগজাত রক্ষণা সম্পর্কে মন্ত্রী যেরূপ আদেশ প্রদান করেন তদনুযায়ী উহা রক্ষিত হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবিধ

৪৩। ভোটারের তালিকা প্রস্তুত সংশ্রবে কোন অপরাধজনক কার্য্য হওয়া প্রকাশ পাইলে তদ্বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় ২নং নিয়মাবলীর "অবৈধ উপায়" সম্পর্কিত ব্যবস্থাধীনে, বা উক্ত বিষয়ে প্রচলিত বিশেষ আইন, বা অন্য সসাধারণ আইণের বিধানাধীনে, মীমাংসিত ও তন্নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সংসৃষ্ট অপরাধীর বিচার হইতে পারিবে।

৪৪। এই নিয়মাবলীতে অন্য প্রকার ব্যবস্থা হওয়া সত্বেও মন্ত্রী সঙ্গত মনে করিলে কোন কেন্দ্রের ভোটারের তালিকা প্রস্তুত কার্য্যে কোন সমিতি, এসোসিয়েশন, লাইব্রেরী বা অন্য নামধেয় কোন সমবায় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে পারিবেন ;

টীকা—(১) স্বীকারের পূর্ব্বে এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের তদন্তর্গত ভোটাধিকারিগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ততা ও তৎসংসৃষ্ট যাবতীয় আইন-সম্মত অবস্থা প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে ;

(২) নির্ব্বাচন সম্পর্কে এরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহ মন্ত্রীর আদেশে "ইলেক্টোরাল-কলেজ" (Electoral College) গণ্য হইতে পারিবে।

৪৫। এই নিয়মাবলীতে যে সমুদয় সাধারণ বিষয় স্পষ্টতঃ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই তৎসম্পর্কে, ও প্রয়োজনীয় ফরমাদি প্রচার সম্পর্কে, মন্ত্রীর আদেশ নির্দ্দেশ চূড়ান্ত হইবে।

৪৬। ভোটারের তালিকা প্রস্তুত, নাম রেজিষ্ট্রী ও তালিকাদি প্রচার সংসৃষ্ট যাবতীয় ব্যয় মন্ত্রী বা মন্ত্রী হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারগণ তৎবিষয়ক বন্ধান ও প্রচলিত হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাধীনে নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

৪৭। (ক) রেজিষ্ট্রেশন ও নির্ব্বাচন কার্য্যের এলকাদি সংশ্রবে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে যথা—(১) উত্তর ভাগ, (২) মধ্যভাগ, (৩) দক্ষিণ ভাগ ;

টীকা—(১) উত্তর ভাগ—খোয়াই, কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর শাসন বিভাগের এলাকা ;

(২) মধ্য ভাগ—সদর শাসন বিভাগের এলাকা ;

(৩) দক্ষিণ ভাগ—সোণামুড়া, উদয়পুর, অমরপুর, বিলনীয়া এবং সাবরুম শাসন বিভাগের এলাকা ;

(খ) প্রত্যেক ভাগের যে কোন অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের অধীনস্থ রেজিষ্ট্রেশন এলাকা প্রয়োজনীয় সংখ্যক খণ্ড এলাকায় বিভক্ত হইতে পারিবে ;

উদাহরণ—কৈলাসহরের অধীনে কমলপুর, বা ফটিকরায়, খোয়াইয়ের অধীনে কল্যাণপুর, ইত্যাদি ;

(গ) রেজিষ্ট্রেশন এলাকা সমূহের সীমানা নির্দ্দেশকালে মন্ত্রী পদাধিকারী অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকগণের এলাকা, ও বিশেষ অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণের এলাকা, এবং উভয়ের পরস্পরের সংশ্রব ও প্রত্যেক অধীনস্থ

খণ্ড এলাকার সংখ্যাদি ও তৎসহ উর্দ্ধতন অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারগণের এলাকার সংশ্রব, প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে পরিষ্কার আদেশ প্রচার করিবেন ;

(ঘ) কার্য্যের সুবিধার্থে পদাধিকারী রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারগণ এই নিয়মাবলীর কার্য্য পরিচালনার্থ "রেজিষ্ট্রার" "অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার" ; বা "এসিষ্টেণ্ট রেজিষ্ট্রার" ইত্যাদি স্বীয় পদের উল্লেখসহ নিজ নিজ শাসনবিভাগের স্থায়ী পদের উল্লেখ করিবেন, যথা—কৈলাসহরে অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার "অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার ও বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক কৈলাসহর" ইত্যাদি।

৪৮। এই নিয়মাবলীর পরিশিষ্ট এবং তদন্তর্গত তপসিল সমূহ ইহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু মন্ত্রী সঙ্গত মনে করিলে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন গ্রহণে প্রয়োজনানুসারে তপসিলভুক্ত ফরমাদি সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

৪৯। এই নিয়মাবলীর কোন ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণতি সম্পর্কে কোন স্থলে সন্দেহ বা মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে তৎসম্পর্কে শ্রীশ্রীযুতের চরম নির্দ্দেশাধীনে মন্ত্রীর ব্যাখ্যা ও নির্দ্দেশ চূড়ান্ত হইবে।

১নং ফরম।
(অ)

পরিশিষ্ট

নং————————

প্রথম তপসিল

(অ) বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ

(১নং নিয়মাবলী, ১১ নিয়ম।)

যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনকল্পে রাজ্যের শাসনতন্ত্রসম্মত নির্ব্বাচক-কেন্দ্র সমূহের অন্তর্গত যোগ্যতাবিশিষ্ট ভোটারগণের নাম রেজিষ্ট্রী ও ভোটারগণের নামের তালিকা প্রস্তুত কার্য্য অনতিবিলম্বে অনুষ্ঠিত হওয়া ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিপ্রেত ;

এবং যেহেতু উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ জনৈক প্রধান রেজিষ্ট্রার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার ও এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত এবং প্রত্যেক রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকের এলাকা ও আফিসের ঠিকানা নির্দিষ্ট হইয়া ইতঃপূর্ব্বে ষ্টেট্ গেজেটে প্রচারিত হইয়াছে ও প্রয়োজনীয় অন্য যাবতীয় বন্দোবস্ত অগৌণে অনুষ্ঠিত ও আবশ্যকানুযায়ী বিজ্ঞাপিত হইবে ;

অতএব এতদ্বারা

প্রত্যেক নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের অন্তর্গত যোগত্যবিশিষ্ট ভোটারগণকে নিজ নিজ এলাকার ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রেশন কার্য্যকারকের নিকট ভোটারস্বরূপে স্বীয় নাম রেজিষ্ট্রী ও তালিকাভুক্ত করাইবার প্রচেষ্টা অভাবে তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিতে একতরফা রেজিষ্ট্রী ও ভোটারের তালিকা প্রস্তুত হইয়া তাঁহাদিগের স্বার্থহানি ঘটিতে পারে ;

এতদ্দ্বারাও ইহাও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, প্রত্যেক নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের ভোটারের নাম রেজিষ্ট্রী, ও তালিকা প্রস্তুত কার্য্যারম্ভের প্রথম তারিখ এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রচারের শেষ তারিখ যথাসম্ভব নিম্নলিখিত কার্য্য-সূচী অনুযায়ী হইবে, যথা ঃ

কার্য্য-সূচী

নির্ব্বাচক কেন্দ্রের নং ও নাম	কার্য্যারম্ভের প্রথম তারিখ	প্রচারের শেষ তারিখ।
১। তালুকদার ইত্যাদি,	১৩৫১ ত্রিং, তাং—	১৩৫১ ত্রিং, তাং—
২। মণ্ডলী,	,,	,,
৩। মিউনিসিপ্যালিটী ও সহর এলাকা	,,	,,
৪। চা-উৎপাদক সম্প্রদায়,	,,	,,
৫। ব্যবসায়,	,,	,,
৬। ব্যবহারজীবী, গ্র্যাজুয়েট, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট,	,,	,,
৭। অনুন্নত সম্প্রদায়, (হালাম, লুসাই, কুকি, রিয়াং)	,,	,,
৮। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় (ঠাকুর লোক),	,,	,,

* এতদ্বিষয়ে অন্য বিশেষ জ্ঞাতব্য নিম্নে উল্লেখ করা গেল—

_____

_____

শাসন-সংস্কার (রিফর্ম) বিভাগ,
আগরতলা।
তাং_____

মন্ত্রী।

---

* কোন জ্ঞাতব্য না থাকিলে কাটিয়া দিতে হইবে।

৩নং ফরম
(ই)

প্রথম তপসিল।

——ঃ——

(ই) ভোটারের তালিকাভুক্ত হইবার দাবী বা তালিকাসংসৃষ্ট দাবী বা আপত্তি।

(১নং নিয়মাবলী, ১৪ ও ১৭ নিয়ম।)

নির্ব্বাচক কেন্দ্রের নং———নাম———রেজিষ্ট্রেশন এলাকা ও আফিস——

(১) নিম্নস্বাক্ষরকারীর নাম উপরোক্ত কেন্দ্রের যোগ্যতাবিশিষ্ট ভোটারের রেজিষ্ট্রীভুক্ত এবং তালিকাভুক্ত করিবার প্রার্থনা ;

যোগ্যতার বিবরণ।

_____

_____

_____

(২) নিম্নলিখিত বিষয়ে দাবী বা আপত্তি সম্পর্কে প্রার্থীপক্ষের অনুকুল আদেশের প্রার্থনা ;

দাবী বা আপত্তির বিবরণ।

_____

_____

_____

(ক)

পরিচয়কারীর নাম ও সত্যপাঠ।

আমি $\frac{\text{ধর্ম্মতঃ}}{\text{দৃঢ়ভাবে}}$ বলিতেছি যে প্রার্থী আমার পরিচিত ও তাঁহার লিখিত বিষয়াদি যথার্থ ; নাম (স্বাক্ষর)—

পিতার নাম—

ঠিকানা—

প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা

নাম—

পিতার নাম—

জাতি ইত্যাদি—

ঠিকানা—

স্বার্থের বিবরণ।

(খ)

লেখকের নাম ও সত্যপাঠ।

আমি $\frac{\text{ধর্ম্মতঃ}}{\text{দৃঢ়ভাবে}}$ বলিতেছি যে (আমি প্রার্থীকে চিনি) প্রার্থী নিরক্ষর বিধায় আমি তাঁহার নাম স্বাক্ষর ও বিবৃতি লিপি করিয়াছি (এবং তাঁহার লিখিত বিবরণাদি যথার্থ) ;

প্রার্থীর সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর

আমি $\frac{\text{ধর্ম্মতঃ}}{\text{দৃঢ়ভাবে}}$ বলিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ যথার্থ ;

(স্বাক্ষর বা বকলম দস্তখত)

নিবেদক

নাম (স্বাক্ষর)—

পিতার নাম—

ঠিকানা—

তাং———————

দ্রষ্টব্য—(১) ও (২) প্রার্থনার কোনটি পরিত্যক্ত হইলে তাহা কাটিয়া দিয়া নাম স্বাক্ষর করিতে হইবে ;

(২) লেখক ও পরিচায়ক এক হইলে (ক) উক্তি ও সত্যপাঠ কাটিয়া দিতে হইবে ;

(৩) লেখক ও পরিচায়ক স্বতন্ত্র এবং প্রার্থী লেখকের অপরিচিত হইলে (খ) সত্যপাঠের পরিচয় সম্বন্ধীয় ( ) বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ কাটিয়া দিতে হইবে ;

(৪) পরিচায়ক সর্ব্বস্থলেই প্রার্থীর বিবৃত বিষয় অবগত ও তাঁহার সাক্ষী স্থানীয় ব্যক্তি হইবেন ;

(৫) প্রার্থী নিরক্ষর হইলে তাঁহার নিজ হস্তের চিহ্নসহ লেখক তাহার নাম ব কলম দস্তখত করিবেন।

৩নং ফরম

(ঈ)

প্রথম তপসিল।

——ঃ——

(ঈ) বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ।

(১নং নিয়মাবলী, ৩৩ নিয়ম।)

নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের নম্বর ও নাম————অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের এলাকা——

যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন কল্পে রাজ্যের শাসনতন্ত্র বিহিত নির্ব্বাচক কেন্দ্রের খসড়া ভোটারের তালিকার অত্র এলাকার অংশ এতৎসহ সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রচার করা যাইতেছে ;

অতএব তৎসংশ্রবে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যায় যে উক্ত প্রচারিত খসড়া তালিকার,

(ক) কোন যোগ্যতাবিশিষ্ট ভোটারের নাম বাদ পড়িয়া থাকিলে ;

(খ) কোন ভোটাধিকারের অযোগ্য ব্যক্তির নাম রেজিষ্ট্রী এবং তালিকাভুক্ত হইয়া থাকিলে ;

(গ) তালিকার লিখিত কোন বিবরণাদিতে অন্য কোন প্রকার সংশোধনের উপযুক্ত ভ্রম প্রমাদ থাকিলে, বা কোন প্রয়োজনীয় বিষয় বিবরণাদি হইতে বাদ পড়িয়া থাকিলে, স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অদ্য হইতে ১৫ দিবস মধ্যে তৎসম্পর্কে নির্ব্বাচক-কেন্দ্রাদি সম্বন্ধীয় ১নং নিয়মাবলীর পরিশিষ্ঠস্থ প্রথম তপসিলের (উ) ফরমে কারণ সহ উপযুক্ত প্রার্থনা আমার নিকট, বা এরূপ আবেদন মীমাংসার জন্য অপর কোন মীমাংসার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এই এলাকা নিযুক্ত হইয়া তাঁহার আফিসের ঠিকানাদি প্রচারিত হইয়া থাকিলে, উক্ত মীমাংসা কার্য্যকারকের নিজ উপস্থিত করিবেন ; স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সতর্ক করা যাইতেছে যে অদ্য হইতে ১৫ দিবস অতীতে এরূপ যে আবেদনই আইনানুসারে গ্রহণযোগ্য হইবে না ;

এতদ্দ্বারা ইহাও বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে এরূপ আবেদন দাখিল হইলে তাহা বাজে নথীভুক্ত হইয়া তদন্ত মীমাংসার জন্য দিন ধার্য্য হইবে, এবং তৎসংবাদ পক্ষগণের নামাদি সহ আমার আফিসের নোটিশ বোর্ডে, পূর্বোক্ত অন্য মীমাংসা কার্য্যকারকের আফিসের নোটিশ বোর্ডে, তদন্তের স্থানের নামসহ বিজ্ঞাপিত হইবে এরূপ প্রচারই আইনানুসারে তদন্ত এবং মীমাংসার জন্য যথেষ্ট বলিয়া গণ্য ;

স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সতর্ক করা যাইতেছে যে উক্ত ধার্য্য তারিখে প্রত্যেক আবেদন মূলক বাজে পক্ষগণ নিজ নিজ উক্তির পোষকে প্রমাণ থাকিলে তৎসহ আমার বা পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা কার্য্যে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজ পক্ষ সমর্থন করিবেন, অন্যথা তাঁহাদিগের অনুমতি ধার্য্য তারিখেই একতরফা সূত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে, ইতি।

অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রারের অফিস।
তাং

অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার

৫নং ফরম।
(উ)

প্রথম তপসিল

——ঃ——

(উ) আবেদন

(১নং নিয়মাবলী, ৩৩ নিয়ম)

নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের নম্বর ও নাম—

রেজিষ্ট্রেশন এলাকা ও আফিস—

মীমাংসা কার্য্যকারকের এলাকা ও আফিস—

এই এলাকার   তারিখে প্রচারিত খসড়া ভোটারের তালিকা নিম্নলিখিতস্থলে ও নিম্নোক্ত হেতুতে সংশোধনের প্রার্থনা—

(ক) উক্ত তালিকার শাসনতন্ত্র ও তদধীন ১নং নিয়মাবলী মতে ভোটাধিকারের যোগ্যতাবিশিষ্ট হইলেও নিম্নলিখিত ব্যক্তির নাম ভোটারস্বরূপে রেজিষ্ট্রী ও তালিকাভুক্ত হয় নাই ; তাহা রেজিষ্ট্রী ও তালিকাভুক্ত করার প্রার্থনা ;

নাম—

পিতার নাম—

(অথবা স্বামীর নাম)

ঠিকানা—

যোগ্যতার বিবরণ————————————————

————————————————————

————————————————————

(খ) উক্ত তালিকার পৃষ্ঠায় নম্বরে ভোটারের অযোগ্য হইলেও নিম্নলিখিত ব্যক্তির নাম রেজিষ্ট্রী ও তালিকাভুক্ত হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া তালিকা সংশোধনের প্রার্থনা—

রেজিস্ট্রেশন নং—

নাম—

পিতার নাম—

(অথবা স্বামীর নাম)

ঠিকানা—

অযোগ্যতার বিবরণ ———————————————

———————————————

———————————————

(গ) উক্ত তালিকার পৃষ্ঠা নম্বরে নিম্নলিখিত নাম ও বিবরণাদি অশুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছে তাহা সংশোধনের প্রার্থনা—

তালিকাস্থ নাম—

ঐ বিবরণ—

প্রস্তাবিত শুদ্ধ নাম—

ঐ বিবরণ—

হেতু———————————————

———————————————

———————————————

(১)

পরিচয়কারীর নাম ও সত্যপাঠ।

আমি $\frac{\text{ধর্ম্মতঃ}}{\text{দৃঢ়ভাবে}}$ বলিতেছি যে আমি প্রার্থীকে চিনি, তাঁহার লিখত বিবরণাদি সত্য, ইতি।

নাম—(স্বাক্ষর)

পিতার নাম—
(অথবা স্বামীর নাম)

ঠিকানা—

তারিখ—

প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা।

পিতার নাম—
(বা স্বামীর নাম)

জাতি—

ঠিকানা—

স্বার্থের বিবরণ।

_____

_____

(২)

লেখকের নাম ও সত্যপীঠ

আমি $\frac{\text{ধর্ম্মতঃ}}{\text{দৃঢ়ভাবে}}$ বলিতেছি যে প্রার্থী লিখিতে না জানায় আমি তাঁহার নাম ও দরখাস্তের বিবরণাদি লিখিয়া দিয়াছি। (তিনি আমার পরিচিত এবং তাঁহার লিখিত বিবরণ সত্য), ইতি।

নাম—(স্বাক্ষর)

পিতার নাম—
(অথবা স্বামীর নাম)

ঠিকানা—

তারিখ—

প্রার্থীর সত্যপাঠ ও স্বাক্ষর।

আমি $\frac{\text{ধর্ম্মতঃ}}{\text{দৃঢ়ভাবে}}$ বলিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ সত্য, ইতি।

নিবেদক

(স্বাক্ষর বা বকলম দস্তখত)

তাং _____

দ্রষ্টব্য ঃ (১) উপরোক্ত (ক) (খ) (গ) প্রার্থনার মধ্যে যেটি আবশ্যক তাহা রাখিয়া অবশিষ্টগুলি কাটিয়া দস্তখত করিতে হইবে ;

(২) লেখক ও পরিচয়কারী এক হইলে (২) চিহ্নিত সত্যপাঠ ব্যবহার করিলেই চলিবে, ভিন্ন হইলে (২) নং সত্যপাঠের বন্ধনীর অর্ন্তগত অংশ কাটিয়া দিতে হইবে ;

(৩) পরিচায়ক সর্ব্বস্থলেই প্রাথীর বিবৃত বিষয় অবগত ও তাঁহার সাক্ষীস্থানীয় ব্যক্তি হইবেন।

দ্বিতীয় তপসিল

—————ঃ—————

ভোটারের রেজিষ্ট্রী ও তালিকা।

(ক) ফরম।

(১নং নিয়মাবলী, ২১ নিয়ম।)

নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের নম্বর————ঐ নাম————————

রেজিষ্ট্রেশন অংশ-এলাকা বা খণ্ড-এলাকার নাম————————

এলাকার রেজিষ্ট্রি বহির নম্বর————————————

প্রধান রেজিষ্ট্রারের রেজিষ্ট্রী নম্বর————————————

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সমগ্র রাজ্যের সাধারণ ক্রমিক নম্বর	রেজিষ্ট্রেশন এলাকার ক্রমিক নম্বর	ভোটারের নাম, পিতার নাম (অথবা স্ত্রীলোক হইলে স্বামীর নাম)	জাতি	বয়স	ঠিকানা	যোগ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ভোট রেজিষ্ট্রীর আদেশ, বা চিহ্ন, রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষর বা চিহ্ন এবংতারিখ	মন্তব্য

* সংক্ষেপে ১নং নিয়মাবলীর প্রযোজ্য নিয়মের উল্লেখ করিলেই চলিবে।

৭নং ফরম।

(খ)

দ্বিতীয় তপসিল।

———ঃ———

ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার ভোটারগণের চুম্বক তালিকা।

(খ) ফরম।

ক্রমিক নম্বর	নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের নাম	অতিরিক্ত রেষ্ট্রারের এলাকা	কেন্দ্রের অন্তর্গত ভোটারের সংখ্যা	মন্তব্য
১নং	তালুকদার			
২নং	মণ্ডলী			
৩নং	মিউনিসিপ্যালিটি			
৪নং	চা-উৎপাদক			
৫নং	ব্যবসায়ী			
৬নং	ব্যবহারজীবী			
৭নং	অনুন্নত সম্প্রদায়			
৮নং	ঠাকুরলোক			
	মোট			

আগরতলা,
প্রধান রেজিষ্ট্রারের অফিস।
তাং

প্রধান রেজিষ্ট্রার

দ্বিতীয় তপসিল।

—————ঃ—————

(ই) আবেদন সংসৃষ্ট তদন্তের নিষ্পত্তির নোটিশ
বা
(উ) আবেদন সংসৃষ্ট তদন্ত ও মীমাংসার নোটিশ
(গ) ফরম
(১নং নিয়মাবলী ১৭ নিয়ম ও ৩৬ নিয়ম)

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত (ই) আবেদন মূলকক / (উ) আবেদন মূলক বাজে নথী সমূহের পক্ষগণেকে জানান যাইতেছে যে নিম্নলিখিত প্রত্যেক নথী সম্বন্ধে তদন্ত ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি / মীমাংসা র জন্য তৎপার্শ্বলিখিত দিন, সময় ও স্থান ধার্য্য হইয়াছে, এবং প্রত্যেক পক্ষকে উক্ত ধার্য্য তারিখ, সময় ও স্থানে আমার / মীমাংসকের সম্মুখে প্রমাণসহ উপস্থিত হইয়া নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে, তদন্যথায় একতরফা সূত্রে নথী নিষ্পত্তি হইয়া চূড়ান্ত আদেশ প্রচারিত হইবে, ইতি। ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ তারিখ—

————রেজিষ্ট্রারের
————আফিস
————মীমাংসা কার্য্যকারকের

অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার————
————————
মীমাংসা কার্য্যকারক————

নথীর বিবরণ

নথীর নম্বর	প্রার্থীপক্ষ (ঠিকানাসহ)	প্রতিপক্ষ (ঠিকানাসহ)	চূড়ান্ত নিষ্পত্তির তারিখ ও সময়	স্থান